www.abswer.com

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

গদ্যটির শিখনফল

গদ্যটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে–

- শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দিকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- শিক্ষা কীভাবে অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের স্পর্শানুভবতা উপলব্ধি করতে পারবে।
- শিক্ষার মাধ্যমে মানবমুক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মানবতাবোধের জাগরণ ও মনুষ্যত্বের বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।
- শিক্ষার মাধ্যমে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।
- জীবসত্তা ও মানবসত্তার পার্থক্য এবং জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- জীবসত্তা ও মানবসত্তার বিকাশ ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

একনজরে লেখক পরিচিতি জেনে নিই

নাম	মোতাহের হোসেন চৌধুরী।	
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল জন্মস্থান	: ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। : নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রাম।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চতর শিক্ষা	: ম্যাট্রিক, ইউসুফ হাই স্কুল, কুমিল্লা। : আইএ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। : বিএ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। এমএ (বাংলা), ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
পেশা/কর্মজীবন	সহকারী শিক্ষক– ইউসুফ হাই স্কুল, কুমিল্লা; প্রভাষক– ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা; অধ্যাপক– বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ; অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব– ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলন।	
সাহিত্যকর্ম	প্রবন্ধগ্রন্থ অনুবাদগ্রন্থ	: সংস্কৃতি কথা। : 'সভ্যতা' (ক্লাইভ বেলের Civilization গ্রন্থের অনুবাদ); 'সুখ' (বার্ট্রান্ড রাসেলের Conquest of Happiness গ্রন্থের অনুবাদ।)
জীবনাবসান	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।	

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

গদ্য

প্রশ্নের পরিসংখ্যান

সৃজনশীল প্রশ্ন	৩০টি
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন	৫৩টি
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	৪৭টি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৫৮টি

উদ্দীপকের তথ্যসূত্র

- সভ্যতা– এস. ওয়াজেদ আলি
- শিক্ষার বাহন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- তরুণের সাধনা– সৈয়দ আবুল হোসেন
- মানবকল্যাণ– আবুল ফজল
- বই পড়া– প্রমথ চৌধুরী

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 02 পাঠ সহায়ক Supplement

সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিজে নিজে সহজে উত্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পাঠের সমন্বয়ে প্রণীত

উৎস পরিচিতি (Source)

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives)

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও অন্তরের মুক্তির মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটানো।

রচনার বক্তব্যবিষয় (Gist)

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অন্যতম গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কথা'র 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। এ প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুটি হলো– জীবসত্তা ও মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। মানুষ মাত্রই মানুষ নয়, কঠিন সাধনা করে তবে তাকে মানুষ হতে হয়। আর মানুষ হওয়ার এই বিশেষ কৌশলই শিক্ষা। গভীরভাবে শিক্ষা হলো জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের পদ্ধতি বা উপায়।

লেখকের মতে, শিক্ষার দুটি দিক– একটি প্রয়োজনের, অন্যটি অপ্রয়োজনের। তিনি অপ্রয়োজনের দিকটিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এ দিকটির মাধ্যমে জীবনকে যথার্থভাবে উপভোগ করা যায়। ভুল শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে। ফলে যে যত পায় সে তত পাওয়ার লোভে অনবরত ছুটতে থাকে। লেখক বলেছেন নিজের মনের মালিক হয়ে জীবনের রস আস্বাদন করতে হলে অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পেতে হবে। কারণ অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়। আত্মশক্তি অর্জনের এ বোধটি নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর যেখানে মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা নেই, বুদ্ধির স্বাধীনতা নেই, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই সেখানে মুক্তি অসম্ভব। লেখক এই মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষকে অন্নবস্ত্রের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে বলেছেন। কারণ, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষকে তৃপ্ত করতে না পারলে তার কাছে মুক্তির চিন্তা করা বৃথা।

তাই তাঁর যুক্তি, মুক্তির জন্য দুটি উপায়– অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা এবং শিক্ষা দ্বারা মানুষকে মুক্তির স্বাদ পাওয়ানো। শুধু অন্নবস্ত্রের পেছনে ছুটলে যেমন চলবে না, তেমনই তা বাদ দিয়ে শুধু মুক্তির আশাও বৃথা। কোনো ভারী জিনিসকে উপরে তুলতে হলে নিচের দিক থেকে যেমন ঠেলতে হয়, অনুরূপ উপর থেকেও টানতে হয়। তবেই পুরো সফলতা আসে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষের মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জ্ঞানদান করা নয়। জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় মাত্র। মানুষ শিক্ষা দ্বারা জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হবে, সংস্কৃতিবান হবে। আর এটিই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল কথা।

শব্দার্থ ও টীকা (Word Meaning)

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শিক্ষা – অভ্যাসচর্চা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্তকরণ, অধ্যয়ন, এলেম, বিদ্যাচর্চা, জ্ঞান লাভ, উপদেশ, নির্দেশ, অভিজ্ঞতা।

মনুষ্যত্ব – মানবতা, মানুষের থাকা উচিত এমন সদ্‌গুণ, মানবোচিত গুণ।

মানবিক – মানবীয়, মনুষ্যচিত, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

পরিচয় – জানাশোনা, আলাপ, নামধাম বংশাদির বিবরণ, চিহ্ন, অভিজ্ঞান।

প্রয়োজন – দরকার, আবশ্যক, আবশ্যকীয় কাজ, নিমিত্ত, হেতু।

শ্রেষ্ঠ – অতি উৎকৃষ্ট, উত্তম, প্রধানতম, সর্বপ্রধান।

উপভোগ – বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ, সম্ভোগ, ভক্ষণ।

অনুভূতি – উপলব্ধি, অনুভব, সুখ-দুঃখবোধ।

রস – দ্রব্যবস্তু, নির্যাস, নিষ্ক্রাব, ক্ষরণ, স্বাদ।

আস্বাদন – রসগ্রহণ, রসানুভূতি, স্বাদ, আস্বাদ।

বিশৃঙ্খল – এলোমেলো, শৃঙ্খলাহীন, বিপর্যস্ত, নিয়মবদ্ধ নয় এমন, নিয়মহীন, উচ্ছৃঙ্খল।

ধ্বনি – শব্দ, কণ্ঠস্বর, রব, আওয়াজ।

মুক্তি – স্বাধীনতা, পরিত্রাণ, মোক্ষ, অবসান, নিষ্কৃতি, রেহাই, অবরোধ বা বন্ধন থেকে উদ্ধার, আরোগ্যলাভ।

জীবন সাধনা – বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা, প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টা।

ব্যক্তিগত – নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত, ব্যক্তিবিশেষ বিষয়।

উপলব্ধি – অনুভূতি, বোধ, প্রাপ্তি, লাভ, জ্ঞান।

অভিনন্দন – প্রশংসাবাদ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ, সংবর্ধনা।

কারারুদ্ধ – কারাগারে আটক, জেলখানায় বন্দি।

কারাগার – জেলখানা, কয়েদখানা, বন্দিশালা।

দানাপানি – আহার ও পানীয়, অন্নজল, খাদ্য ও পানীয়।

চিন্তা – চিন্তাকরণ, একাগ্রচিত্তে স্মরণ, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা।

পক্ষী – পাখি, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, শকুন্ত, খগ।

প্রাচুর্য – অভাবশূন্যতা, বাহুল্য, প্রচুরতা, আধিক্য।

স্বাধীনতা – স্বচ্ছন্দতা, বাধাহীনতা।

সমস্যা – জটিল ও সংকটময় বিষয়, যার সমাধান করা কষ্টকর।

সমাধান – সম্পন্নকরণ, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, প্রতিকার।

তৃপ্ত – সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট, আহ্লাদিত।

অমৃত – সুধা, যা পান করলে অমর হওয়া যায়, অতিশয় সুস্বাদু খাদ্য, অতি সুস্বাদু।

স্বাদ – আস্বাদ, রসনা দ্বারা স্পর্শ করে প্রাপ্ত অনুভূতি।

মারফত – মাধ্যম, দ্বারা।

সুশৃঙ্খল – সুনিয়ন্ত্রিত, সুন্দরভাবে ব্যবস্থিত।

সমাজব্যবস্থা – সমাজ সংরক্ষণের নিয়মাবলি, সমাজ পরিচালনার রীতিনীতি।

আপ্রাণ – প্রাণপণ, যথাসাধ্য, প্রাণ থাকা পর্যন্ত, আজীবন।

প্রচেষ্টা – প্রয়াস, বিশেষ চেষ্টা, অধ্যবসায়, প্রচুর উদ্যম।

লোভ – লিপ্সা, কামনা, কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা, পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি, বিষয় তৃষ্ণা।

ফাঁদ – কৌশল, ফন্দি, ছল, চক্রান্ত, পশুপাখি ধরার বিশেষ যন্ত্রবিশেষ।

পরিবেশন – বিতরণ, ভাগ করে প্রদান।

উপায় – কার্যসিদ্ধির পন্থা বা প্রণালি, প্রতিকার, কৌশল, সন্ধান।

www.abswer.com

www.abswer.com

বিলম্ব — দেরি।
বিব্রত — দিশেহারা, ব্যতিব্যস্ত, বিপন্ন, কুণ্ঠিত।
আহ্বান — আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ।
বেড়িমুক্ত — শৃঙ্খলমুক্ত, স্বাধীন।
তাগিদ — কোনো কাজের জন্য বারবার অনুরোধ, পীড়াপীড়ি, জরুরি দরকার।
অনুভব — উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রভাব, মাহাত্ম্য।
আকাঙ্ক্ষা — ইচ্ছা, বাসনা, অভিলাষ, কামনা।

বানান সতর্কতা (Orthography)

অন্নবস্ত্র, অর্থচিন্তা, অস্তিত্ব, আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রকাশ, আত্মিক, আস্বাদন, উত্থিত, উন্মোচন, উপলব্ধি, ক্ষুৎপিপাসা, জীবসত্তা, তৃষ্ণা, নিঃস্ব, পিঞ্জরাবদ্ধ, পৈতৃক, প্রাণিত্ব, বন্দি, বিশৃঙ্খলা, ব্যস্ত, মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বলোক, মূল্যবোধ, রুচিসম্পন্ন, লেফাফাদুরস্তি, সংস্কৃতিবান, সর্বস্বান্ত, স্বর্গতুল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাদবঞ্চিত।

চৌম্বক তথ্য (Magnetic Information)

- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি লেখকের 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের অংশবিশেষ।
- 'জীবসত্তা' বলতে জীবের অস্তিত্বকে, আর 'মানবসত্তা' বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন।
- লেখকের মতে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ দিক।
- 'মুক্তি' বলতে লেখক চিন্তা, বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন।
- মুক্তির দুটি উপায় হলো : ১. অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষের মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা। ২. শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।
- মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা হলো উপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা হলো নিচ থেকে ঠেলা।
- লেখক মনে করেন, শিক্ষার কাজ জ্ঞান পরিবেশন করা নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি। জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।
- অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়– এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে।

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

জীবসত্তা–
যে সত্তা বা বৈশিষ্ট্য জৈবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এখানে যেকোনোভাবে বেঁচে থাকাটাই মুখ্য।

মানবসত্তা–
শুধু জৈবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করাই নয়, আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলে যে বৈশিষ্ট্য বা সত্তা তাকে বোঝানো হয়েছে। জীবসত্তার ঘর থেকে শিক্ষার মাধ্যমে মানবসত্তায় পৌঁছানো যায়।

ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি–
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতিকে বোঝানো হয়েছে।

মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া–
মানুষের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেই সে মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছতে পারে না। মানবিক গুণাবলি অর্জন করেই মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছানো যায়। আর একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই পারে মানুষকে সেখানে পৌঁছে দিতে।

শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে–
জীবনের দরকারি কাজ সম্পাদন করে শিক্ষার যে দিকটি তাকে বলা হয়েছে শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক। যেমন– ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাকরি ইত্যাদি।

অপ্রয়োজনীয় দিক তার শ্রেষ্ঠ দিক–
শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক অর্থাৎ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার জন্য যে দিকটি ব্যবহৃত হয় না; ধন-সম্পদ অর্জন করা যার উদ্দেশ্য নয়, শুধু মনুষ্যত্ব লাভ করা শিক্ষার যে দিকের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই দিকই অপ্রয়োজনীয় দিক। এ দিকই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক।

অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়–
শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিককে ভালোবাসলে মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছানো যায়। বিশাল মনের অধিকারী হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রঙিন রস আস্বাদন করা যায়।

জটিল ও দুরূহ পাঠ সহজীকরণ

অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি–
আমাদের জগৎসংসারে সবাই চিন্তা করে কীভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনটাকে পার করা যায়। এজন্য সবাই অর্থ, ধন-সম্পদের পেছনে ছোটে। এই অর্থচিন্তার শেকলে সবাই আটকে থাকে।

চাই, চাই, আরও চাই–
জগতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষ সবারই শুধু অসীম চাহিদা। যার যত আছে সে আরও তত চায়। ধনী, গরিব সবাই শুধু আরও চায়। কোনোকিছুতেই যেন তৃপ্ত নয়।

অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়–
শুধু অর্থের পেছনে ছুটলে জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না। কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় শুধু এই চিন্তা করলে মহৎ জীবনে প্রবেশ করা যায় না। জীবনকে সঠিকভাবে জানতে হলে অর্থচিন্তার শিকল থেকে মুক্তি নিয়ে মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছানোর সাধনা করতে হবে।

কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?
মানুষকে কারাগারে আটকে রেখে পেট পুরে খেতে দিলে তার খাওয়ার পরিতৃপ্তি ঘটে না। কারণ মানুষ চায় মুক্তভাবে চলতে। তেমনই অর্থ-সম্পদের ভিতর থেকে যদি মনের মুক্তি না ঘটে তবে তার মূল্য নেই। তাই অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত হতে হবে।

মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে–
মানুষের মনের মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, অন্যটি শিক্ষা দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।

অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া–
মানুষ যদি সারাক্ষণ অর্থচিন্তা, অন্নবস্ত্রের জন্য চিন্তা করে তবে মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হবে।

'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'–
লোভ হলো অন্যের কোনোকিছু আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি। লোভের বশবর্তী হলে মানুষ যেকোনো কাজ করতে পারে। তখন তার ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ থাকে না। তখন পাপের জন্ম হয়। আর পাপের ফলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য।

www.abswer.com

www.abswer.com

▸ **যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না–**
যেখানে শিক্ষা নেই, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবরুদ্ধ সেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া যায় না।

▸ **মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলা–**
মনুষ্যত্ববোধ শুধু শুধু জন্ম নেয় না। তার পিছনে শিক্ষার অবদান থাকতে হয়। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব সৃষ্টির জন্যই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

▸ **মনুষ্যত্বের আহ্বান–**
জগতের মানুষ সবসময় নিজের প্রয়োজনে ছোটে। স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার তাগিদে সে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ায়। প্রকৃত শিক্ষা পেলেই শুধু মনুষ্যত্বের আহ্বান মর্মে গিয়ে পৌছতে পারে।

▸ **প্রাণিত্বের বাঁধন–**
জীবনের মায়া বা জীবনকে ভালোবাসার দিকটি বোঝানো হয়েছে।

▸ **পায়ের কাঁটার দিকে নজর–**
পথ চলার আনন্দ পেতে হলে পথের পাশে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হয়। পায়ে কাঁটা ফুটল নাকি কেটে গেল তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ যেমন করা যায় না, তেমনই অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সারাক্ষণ ডুবে থাকলে মনুষ্যত্বলোকের আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

▸ **পিঞ্জরাবন্ধ পাখি–**
যে পাখির পায়ে শিকল রয়েছে। খাঁচায় বন্দি পাখিকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

১ মানব মুক্তির জন্য সমাজের উপরের অংশ ও নিচের অংশের কর্তব্যগুলো নির্দেশ কর।

পরামর্শ : মানবমুক্তি, সমাজের উপরের অংশ এবং সমাজের নিচের অংশ এই বিষয় তিনটি সম্পর্কে তোমাকে আগে ভালোভাবে জানতে হবে। তারপর প্রশ্নটির উত্তর করতে হবে। মানবমুক্তি হচ্ছে মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ ও স্বাধীনতা ভোগ। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক আমাদের মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব সেই ঘরের উপরের তলা। এই নিচতলা থেকে উপর তলায় ওঠার সিঁড়ি হচ্ছে শিক্ষা। তাই মানবমুক্তির জন্য এই দুটিরই দরকার। এখানে সমাজের নিচের অংশ বলতে নিচতলা বা জীবসত্তাকে এবং সমাজের উপরের অংশ বলতে উপরের তলা বা মনুষ্যত্বকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই এই বিষয় দুটি সমাজস্থ মানুষের কল্যাণে কীভাবে কাজ করে, আর এ থেকে দূরে সরে গেলে তার পরিণতি কী হয় সেই বিষয়টি তুমি গভীরভাবে অনুধাবন করে প্রশ্নটির উত্তর করবে। তোমার সুবিধার্থে এখানে নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো। তুমি তোমার শিক্ষকের সহায়তায় উত্তরটি আরও ভালো করে লিখতে পার।

মানব মুক্তির জন্য সমাজের উপরের অংশ ও নিচের অংশের কর্তব্য নির্দেশ :

ক্রমিক নং	সত্তার নাম	বৈশিষ্ট্য ও কাজ
১.	মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব বা উপরের অংশ।	সুকুমারবৃত্তির পরিচর্যা, সুন্দরের সাধনার মাধ্যমে উন্নততর মনোলোক গঠনের দাবি, মানুষের সুষম আত্মমুক্তি, মনুষ্যত্ববোধের সার্বিক উদ্বোধন। মানবমুক্তির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন, প্রকাশ ও বিকাশ সাধন। মনের চাহিদা পূরণ। আত্মার দাবি মেটানো।
২.	জীবসত্তা বা নিচের অংশ।	বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ। ক্ষুৎপিপাসা ও মানুষের জৈবিকতা থেকে মুক্তিলাভ, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার নিশ্চয়তাদান, শরীরের চাহিদা পূরণ, দেহের দাবি মেটানো।

PART 03 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে অনুচ্ছেদের ধারায়
সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল অংশ — CREATIVE SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন, মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্ন এবং জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের যথাযথ অনুশীলন তোমাদের সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

সুমন ও শ্যামল বাল্যবন্ধু। দুজনই উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত। পেশাগত জীবনে সুমন বড় ব্যবসায়ী। গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি কোনো কিছুরই অভাব নেই তার। সবাই তাকে এক নামে চেনে। আর শ্যামল শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। গত সিডরে তাদের গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এ সময় শ্যামল তার ছাত্রদের নিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় মানুষদের কাছে পৌছে দেয়। তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। অথচ সুমন ছুটে এসে সাহায্যের বদলে অসহায় মানুষদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিঘার পর বিঘা জমি কিনে নেয়।

www.abswer.com

www.abswer.com

ক. মানব জীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়টি উপায়ের কথা বলেছেন? ১

খ. আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সুমনের মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "শ্যামলের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত।"– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মানব জীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী দুটি উপায়ের কথা বলেছেন।

খ অনুধাবন

- জীবসত্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন– জীবসত্তা এবং মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হয়। মানুষকে মানুষ হওয়ার এই বিশেষ কৌশলই শিক্ষা। শিক্ষা হলো জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের পদ্ধতি। শিক্ষা আমাদের জীবন-জগতের তাবৎ বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। মানুষের জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং মূল্যবোধ তৈরির জন্য মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো উচিত। যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। আবার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর থাকলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়।

সারকথা : জীবসত্তা থেকে মুক্তি না পেলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সুমনের মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।
- শিক্ষা হচ্ছে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের পদ্ধতি বা মাধ্যম। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অন্ধত্ব, কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায়। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকারের মনুষ্যত্বের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। যারা অর্থ সাধনাকেই জীবনের প্রধান বিষয় মনে করে তারা শিক্ষার এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা হলো সেই ঘরের নিচতলা আর মনুষ্যত্ব হলো উপরতলা। উদ্দীপকের সুমন উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাগত জীবনে বড় ব্যবসায়ী। অনেক অর্থবিত্ত থাকা সত্ত্বেও সে সিডরে আক্রান্ত অসহায় মানুষদের সাহায্যের পরিবর্তে নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি কিনে নেয়। এটি প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মানুষের কেবল অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ চিন্তার যে বিষয়টি তথা জীবসত্তার কথা বলা হয়েছে উদ্দীপকের সুমনের মধ্যে সেটি প্রকাশিত।

সারকথা : উদ্দীপকে সুমনের আচরণ ও মানসিকতা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "শ্যামলের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত।"– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে সত্যতা প্রমাণিত হয়।
- শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে আত্মার মুক্তিদান করে, মানুষকে আত্মপ্রকাশের সুযোগদানের মাধ্যমে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে। তাতে মানুষ অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তিলাভ করে মানবসত্তায় উপনীত হয় এবং বস্তুগত দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসে।
- উদ্দীপকে শিক্ষার প্রকৃত ও অপ্রকৃত দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুমন ও শ্যামলের কাজের মধ্যে এই দুটি দিকের আলাদা আলাদা প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে এ দুজনের মধ্যে শ্যামল শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি ধারণ করেছে। সেখানে আত্মার মুক্তি ও মানবতার কল্যাণের চিন্তা বিদ্যমান। আর শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিকটি হচ্ছে জীবসত্তারূপী মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দাবি মেটানো।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন– জীবসত্তা এবং মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়ার বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকের শ্যামলের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ। সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতার মতো আদর্শ পেশা বেছে নিয়েছে সবার মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে। মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য। মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ ক্ষেত্রে সে একাগ্রচিত্ত। সে কারণে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেছে। নিজে মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে অন্যকেও উৎসাহিত করেছে মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এসব দিক বিবেচনায় দেখা যায় শ্যামলের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত। সুতরাং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দিক দুটি জীবসত্তা ও মানবসত্তার নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যানুসারে উদ্দীপকের শ্যামলের কর্মকাণ্ড শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিককে নির্দেশ করেছে। কেননা শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

www.abswer.com

www.abswer.com

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২০

শাওন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় পড়া শেষে বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করছেন। তিনি ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রমিকের বেতন ও বোনাসের কিছু অংশ কমিয়ে দেন। তিনি এখন প্রচুর অর্থ ও বিত্তের মালিক। তার বন্ধু হাফিজ সাহেব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বড় চাকরি করেন। তিনি শ্রম ও অর্থ দিয়ে তাঁর গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটকসহ নানা সাংস্কৃতিক বিষয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মাঝে মাঝে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ স্থানে নিয়ে যান।

ক. লোভের ফলে মানুষের কিসের মৃত্যু ঘটে? ১

খ. শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিকে লেখক শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের শাওন সাহেবের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের হাফিজ সাহেবের চেতনায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে"— উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- লোভের ফলে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে।

খ অনুধাবন

- শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকই শ্রেষ্ঠ দিক। কারণ এই দিক মানুষের মনকে বিকশিত করে, মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে।
- শিক্ষার দুটি দিক— একটি প্রয়োজনের, অন্যটি অপ্রয়োজনের। দ্বিতীয় দিকটি মানুষের মনের দুয়ার উন্মোচিত করে তাকে শেখায় কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমেই মানুষ অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করতে পারে। তার সুপ্ত মন শিক্ষার স্পর্শ পেয়ে আর দশজন সাধারণ থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এসব কারণে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ।

> সারকথা : শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটিই মানুষের সুপ্ত মনকে জাগিয়ে তোলে, তাকে অনুভূতির জগতে বিচরণ করতে শেখায়। এই কারণে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি শ্রেষ্ঠ।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের শাওন সাহেবের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- শিক্ষা হচ্ছে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের উপায়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষকে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উন্নীত করে। মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের হিত সাধনে নিরলস কাজ করেন।
- উদ্দীপকে শিক্ষার দুটি প্রধান দিকের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে জীবসত্তার পূজারি অর্থলোভী শাওন এবং তার বন্ধু হাফিজের মানবসত্তার অধিকারী। জীবসত্তার কারণে শাওন শ্রমিকের বেতন ও বোনাসের কিছু অংশ কমিয়ে দিয়ে বেশি আয় করার চেষ্টা করেছেন, যা অন্যায় ও অমানবিক। শাওন শিক্ষিত হলেও প্রকৃত শিক্ষায় সে শিক্ষিত নয়। সে মনুষ্যত্বহীন এবং অর্থের নিগড়ে বন্দি। তাঁর মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের অর্থলোভী মানসিকতা ও জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখার গভীর মনোযোগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ সে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে তার স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছে।

> সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দিক দুটি জীবসত্তা ও মানবসত্তার নামে কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের শাওনের চরিত্রে জীবসত্তার দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের হাফিজ সাহেবের চেতনায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে আত্মার মুক্তিদান করে। শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দানের মাধ্যমে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে। তাতে মানুষ অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করে মানবসত্তায় উপনীত হয়।
- উদ্দীপকের হাফিজ সাহেব অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে মানবসত্তায় উপনীত হয়েছেন। ফলে তিনি তাঁর বন্ধু শাওনের মতো অর্থের পেছনে না ছুটে মানবকল্যাণে কাজ করেছেন। তাঁর শ্রম ও অর্থ দিয়ে গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই স্কুলে তিনি শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং তাদের মানবিক হতে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় নিয়ে যান। তাঁর এই কল্যাণচিন্তা ও মানবতাবোধ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। কারণ আলোচ্য প্রবন্ধে মনুষ্যত্ব অর্জনের যে দিকের কথা লেখক আলোচনা করেছেন, উদ্দীপকের হাফিজ সাহেবের কর্মকাণ্ড সেই মানবিক দিকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- উদ্দীপকে শিক্ষার দুটি দিক তথা জীবসত্তা ও মানবসত্তার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুটি দিকের একটির প্রতিনিধি শাওন সাহেব এবং অন্যটির প্রতিনিধি হাফিজ সাহেব। হাফিজ সাহেবের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডে শিক্ষার প্রকৃত দিক তথা মানবসত্তার বা মনুষ্যত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকও এই দিকটি বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এদিক থেকে বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

> সারকথা : উদ্দীপকের হাফিজ সাহেবের চেতনায় মনুষ্যত্বের জাগরণ ও মানবকল্যাণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে। এই দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২০

হাদি ও হায়দার দুই সহোদর ভাই। পড়ালেখা শেষ করে দুজনেই সরকারি চাকরিতে যোগদান করে। হাদির তুলনায় হায়দারের বেতন কম হলেও সে তাতেই সন্তুষ্ট। হায়দার মনে করে মানুষের সেবা করাই তার ব্রত। এ কারণে সে সদা কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল। অন্যদিকে তার ভাই হাদি বেশি বেতন পাওয়ার পরও মানুষের ফাইল আটকে রেখে প্রচুর টাকা রোজগার করছে। বাড়তে থাকে তার বাড়ি-গাড়ি ও সম্পদ। দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করে।

ক. শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি? ১

খ. 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।'— কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের হায়দারের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের হাদির ভাবনা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক হচ্ছে— অপ্রয়োজনীয় দিক।

খ অনুধাবন

- 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।'— কথাটি দ্বারা এ বিষয়টি যে শিক্ষার সঙ্গে মেলে না তা বোঝানো হয়েছে।
- 'লেফাফাদুরস্তি' হচ্ছে বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। লেখকের শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জ্ঞান পরিবেশন করা নয়। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার গণ্ডি ছেড়ে বৃহতের দিকে যাত্রা করে। মনকে আলোকিত করে, ভিতরকে জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে লেফাফাদুরস্তি মানুষের মধ্যে কতকগুলো বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। মানুষ সেখানে মনুষ্যলোকের সন্ধান পায় না। এসব কারণেই লেখক লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

সারকথা : শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের বিষয়। আর লেফাফাদুরস্তি হচ্ছে এর বাইরের দিক।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের হায়দারের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- মনুষ্যত্বই মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল মানবসমাজ গড়ে ওঠে। মনুষ্যত্ব হচ্ছে মানুষের সবরকম মানবীয় গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিষয়, যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। এর একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির সন্ধান দেয়। আর মানবসত্তা মানুষকে ক্ষুধা নিবারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দেয়। মানুষ তা দিয়ে নিজেকে অন্যান্য প্রাণী থেকে উন্নত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। প্রবন্ধের এই বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকের হায়দারের মিল রয়েছে। কারণ তিনি লোভ-লালসাহীন ও দায়িত্বশীল মানুষ। তিনি সম্পদের পাহাড় না গড়ে জনসাধারণের সেবা করাকেই ব্রত মনে করেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। তার জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পেরেছে। এভাবে হায়দারের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের হায়দারের কর্মকাণ্ড ও মানসিকতা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মানবসত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের হাদির ভাবনা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের মাধ্যম বা পথ হলো শিক্ষা। শিক্ষার আলোতে হৃদয় আলোকিত হয়, মানুষ অর্জন করে মনুষ্যত্ব। আর প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্ব অর্জনের কাজটি অসমাপ্তই থেকে যায়। ফলে শিক্ষিত হয়েও মানুষ মনুষ্যত্বের অভাবে অন্ধকারেই থেকে যায়।
- উদ্দীপকের হাদি শিক্ষিত হয়েও মনুষ্যত্ব বিবর্জিত। এ কারণে সে মানুষের ফাইল আটকে রেখে টাকা ঘুষ নিয়ে বাড়ি-গাড়ি করেছে। তার জন্য 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশিত প্রকৃত শিক্ষাই কাম্য ছিল; যে শিক্ষা তার ভেতরে মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তুলতে পারত। লেখক বলেছেন, মানুষের জীবন হলো একটি দোতলা ঘর। জীবসত্তা হলো সেই ঘরের নিচতলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব হলো সেই ঘরে উপরের তলা। এই জীবসত্তা থেকে মানবসত্তার ঘরে পৌঁছানোর মই হলো শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি, যা উদ্দীপকের হাদির মধ্যে সৃষ্টি হয়নি।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ প্রত্যাশা করেছেন, যা প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। আর উদ্দীপকের হাদি শিক্ষিত হলেও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। তার শিক্ষায় মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটেনি। এ কারণে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

সারকথা : প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার কারণে উদ্দীপকের হাদির কর্মকাণ্ড প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২০

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছালামত মিয়া তাঁর ছেলেক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ হতে বিরত রেখে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি মনে করেন টাকাই জীবনের সব। অন্যদিকে জামান সাহেব তাঁর ছেলেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশ এবং জাতির সেবামূলক কাজে ব্রত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখায় কিসের প্রকাশ ঘটেছে? ১

খ. আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছালামত মিয়ার মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের জামান সাহেবের চিন্তা-চেতনা ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা একই"— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখায় মননশীলতা ও চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে।

খ অনুধাবন

- জীবসত্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন— জীবসত্তা এবং মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হয়। মানুষকে মানুষ হওয়ার এ বিশেষ কৌশলই শিক্ষা। শিক্ষা হলো জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের পদ্ধতি। শিক্ষা আমাদের জীবন-জগতের তাবৎ বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। মানুষের জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং মূল্যবোধ তৈরির জন্য মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো উচিত। যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। আবার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর থাকলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়।

সারকথা : জীবসত্তা থেকে মুক্তি না পেলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের ছালামত মিয়ার মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বিধৃত অর্থচিন্তায় তাড়িত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে না পারার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।
- শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন আলোকিত হয়। শিক্ষা মনের সব অন্ধকার দূর করে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে।
- উদ্দীপকের ছালামত মিয়া শিক্ষার সুফল লাভ করতে পারেননি যার জন্য তিনি মনুষ্যত্বলোকেও পৌঁছাতে পারেননি। তিনি ছেলেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত রেখে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি মূলত 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বিবৃত জীবসত্তাকেই অতিরিক্ত প্রধান্য দিয়েছেন। তার মানসিকতায় প্রবন্ধের জীবসত্তার প্রতি মোহ ও লোভ দেখা দিয়েছে কিন্তু মানবসত্তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। এর ফলে প্রকারান্তরে তিনি মনুষ্যত্ববিবর্জিত হয়ে পড়েছেন।

সারকথা : উদ্দীপকের ছালামত মিয়া 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লিখিত শিক্ষার সুফল লাভ কিংবা মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছাতে পারেননি।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের জামান সাহেবের চিন্তা-চেতনা ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকে প্রত্যাশা একই"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে। একটি হলো জীবসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্তে জৈবিক চাহিদা মেটানোর অপরিহার্য দিক, অপরটি হলো মানবসত্তার বিকাশ। মানবসত্তার জন্য প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষা।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, জামান সাহেব তার ছেলেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশ এবং জাতির সেবামূলক কাজে ব্রত হওয়ার পরামর্শ দেন; যেখানে ছালামত মিয়া ছেলের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করে ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়েছেন। জামান সাহেবের এই চিন্তা-চেতনা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মানুষকে জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উন্নীত করার মই হলো শিক্ষা। তিনি শক্ষার নানামুখী ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। উদ্দীপকের জামান সাহেবের কর্মকান্ডে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার প্রতিফলন লক্ষযোগ্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জামান সাহেবের চিন্তা-চেতনা ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা একই। সুতরাং উক্তিটি যথার্থরূপে সত্য।

সারকথা : যে শিক্ষা গ্রহণের ফলে জীবসত্তা ও মানবসত্তা উভয়ের বিকাশ হয় তাই প্রকৃত শিক্ষা। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের জামান সাহেবের চিন্তাচেতনা ও কর্মকান্ডে। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২০

বিএ পাস করার পর আজিজ সাহেব একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকরি নেন। অবৈধ রোজগারে অল্পসময়ে তিনি বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যান। অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। অপরদিকে, জাহিদ সাহেবের স্ত্রী সুযোগ বুঝে টাকা-পয়সা কামিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, "অর্থ-সম্পদ মানুষকে সুখ দিতে পারে না; বরং ধ্বংস ডেকে আনে।"

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১

খ. 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি'– বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকে জাহিদ সাহেব তার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কারণ 'শিক্ষ ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের আজিজ সাহেবের মানসিকতার পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

খ অনুধাবন

- 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি' বলতে লেখক মূলত জীবসত্তার চাহিদা মেটাতে মানবসত্তা বিসর্জন দিয়ে অর্থচিন্তায় মগ্ন হওয়াকে বুঝিয়েছেন।
- শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। কিন্তু বর্তমানে অর্থসাধনাই মানুষের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষাকে তারা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছে। মানুষ কেবল অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। ফলে তারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারছে না। মানবসত্তার সুষ্ঠু বিকাশে যেমন অর্থের প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন আছে সেই শিক্ষার, যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে না। তারা কেবল অর্থ উপার্জনের পেছনেই ছুটে চলেছে। এ কথা বোঝাতেই লেখক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

সারকথা : 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি' বলতে লেখক জীবসত্তার চাহিদা মেটাতে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকাকে বুঝিয়েছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে জাহিদ সাহেব তার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কারণ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি হওয়া।
- শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ তৈরি করে। যারা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে তারা সমাজের জন্য ভালো কাজ করেন। তারা আলোকিত মানুষ। অন্নবস্ত্রের বাইরেও তারা আরও অনেক বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। তারা শিক্ষাকে শুধু অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার মনে করেন না।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে শিক্ষার প্রয়োজনের দিকের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনের দিকও তুলে ধরেছেন। তিনি অপ্রয়োজনের দিকটির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এই দিকটিই মানুষকে আনন্দ পেতে শেখায়, মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচতে শেখায়, মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে মানুষকে অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি দেয়, যা উদ্দীপকের জাহিদ সাহেবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তিনি স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হননি এবং স্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছেন। কারণ তিনি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত। তার মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছেন। জাহিদ সাহেবের মধ্যে সেই মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি স্ত্রীর অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের প্রস্তাবে রাজি হননি।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের আজিজ সাহেবের মানসিকতার পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল উদ্দশ্য"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। মানুষকে অন্ধকার পথ থেকে মুক্তি দেয়। মানুষের সৃজনশীলতা মানবসত্তার বিকাশ ঘটায়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবসত্তা ও মানবসত্তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে শিক্ষা দ্বারা অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। লেখক মানবজীবনে মনুষ্যত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। আত্মাকে বাঁচাতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। লেফাফাদুরস্তির মতো শিক্ষা নয়, সঠিক শিক্ষা প্রয়োজন। উদ্দীপকের আজিজ সাহেবের মধ্যে শিক্ষার এসব দিক অনুপস্থিত। ফলে তার মানসিক বিকাশ প্রকৃত শিক্ষা অনুসারে হয়নি। আর এ কারণেই তিনি অবৈধভাবে রোজগারে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি একজন মানুষ।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি করা, মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো। মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি হয়নি বলেই আজিজ সাহেব অসদুপায় অবলম্বন করেছেন। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন করা, যা আজিজ সাহেবের মানসিকতা পরিবর্তনে একান্ত কার্যকর হবে। কারণ মূল্যবোধ সৃষ্টি হলেই তার মানসিকতা পরিবর্তিত হবে। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের আজিজ সাহেবের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। কারণ তিনি সঠিক শিক্ষা পাননি এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নন। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মতো মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটানো।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৬ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

জাতির জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থপ্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপরদিকে সাহিত্যশিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপরদিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেকদিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা প্রয়োজন।

ক. লেফাফাদুরস্তি কী? ১

খ. 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি'– কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বক্তব্যটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত প্রদান করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আংশিক না সামগ্রিক ভাব বহন করে? এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মত প্রদান কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- লেফাফাদুরস্তি হচ্ছে– বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা।

খ অনুধাবন

- জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে মানুষ অর্থ উপার্জনের দিকে বেশি মনোযোগী বলে অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি।
- লেখক 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা। তাঁর মতে মানুষ জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অর্থের প্রয়োজন বলে অর্থচিন্তা মানুষকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থ মানবজীবনে অপরিহার্য বলেই সবসময় অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষ জীবনকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়। তাই শিক্ষাই পারে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে। কিন্তু বর্তমানে সেই শিক্ষাকেও মানুষ অর্থ উপার্জনের মাধ্যম করে নিয়েছে। তাই লেখক মনে করছেন– 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি।'

সারকথা : মানুষ তার জীবন বাঁচাতে সবসময় অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকে। এজন্য লেখক বলেছেন, অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের উল্লিখিত বক্তব্যটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটির ইঙ্গিত করে।
- প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান লাভ করে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি মানবকল্যাণে কাজ করেন। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সমস্ত নিচতা, ক্ষুদ্রতা পরিহার করে বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়।
- উদ্দীপকে জাতির জীবন ধারায় দুই প্রধান ধারার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুই ধারা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তা ও মানবসত্তার সঙ্গে তুলনীয়। উদ্দীপকের প্রথম ধারাটিতে আত্মরক্ষা, স্বার্থপরতা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বিষয় অনুষঙ্গ বিদ্যমান যা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার উন্নতি সাধনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। আর দ্বিতীয় ধারাটিতে আত্মপ্রকাশ, শিল্পসাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণকর দিক বিদ্যমান যার দ্বারা জাতি তার সুউচ্চ লক্ষ্যে পৌছতে পারে। এই দ্বিতীয় ধারাটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। উদ্দীপকেও মানবকল্যাণ সাধন ও জাতীয় উন্নতির জন্য এবং জীবনের শ্রী বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা করতে বলেছেন।

সারকথা : উদ্দীপকে জাতীয় উন্নতি এবং জীবনের শ্রী বৃদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ, সাহিত্য শিল্প, ধর্ম তথা কল্যাণ ধারার সাধনা করার কথা বলা হয়েছে। এই দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটিকে ইঙ্গিত করেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের দ্বিতীয় দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আংশিক ভাব বহন করে।
- শিক্ষা মানুষকে সার্বিকভাবে বিকাশের উপযোগী করে তোলে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ করে গড়ে তোলা। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জিত না হলে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্ব অর্জনের কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক দুটি সত্তার কথা বলেছেন– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির সন্ধান দেয়। আর মানবসত্তা মানুষকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দেয়। মনুষ্যত্ব দ্বারা মানুষ নিজেকে অন্যান্য প্রাণী থেকে উন্নত হওয়ার ধারণা লাভ করে। প্রবন্ধের এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে উদ্দীপকের ধারা দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এগুলোর প্রথম ধারাটি জীবসত্তা এবং দ্বিতীয় ধারাটি মানবসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক উভয় সত্তার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মানবসত্তার বিকাশের জন্য জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। আবার অর্থের নিগড়ে বন্দি হওয়া থেকেও তিনি বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ অর্থসাধনাই জীবন সাধনা নয়।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবসত্তা ও মানবসত্তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের মতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের পক্ষে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের দ্বিতীয় দিকটিতে প্রবন্ধের এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটির প্রতিফলন ঘটেছে। এতে মানুষের জীবসত্তার দিকটি অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, দ্বিতীয় দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আংশিক ভাব বহন করে।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষা দ্বারা জীবসত্তা ও মানবসত্তা উভয়ের উৎকর্ষ সাধনের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের দ্বিতীয় দিকটিতে এই বিষয়টি থাকলেও অন্য ধারাটি অনুপস্থিত। এদিক থেকে তা আংশিক ভাব বহন করে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৭ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

লিটন ও রাজু দুই বন্ধু। তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একই পেশায় নিয়োজিত। লিটনের কর্মস্থল বান্দরবান। আর রাজুর কর্মস্থল বগুড়ায়। একদিন রাজু ফোন করে লিটনকে বলে, "বন্ধু তোর ভাবী অসুস্থ। অপারেশনের জন্য অনেক টাকা দরকার। আমাকে কিছু ধার দিয়ে সাহায্য কর।" লিটন তাকে সান্ত্বনা দেয় ও সাধ্যমতো টাকা ধার দেয়। এরপর থেকে রাজু তার ফোন নম্বর বন্ধ করে দেয়। লিটন তার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কথা বলে জানতে পারে রাজুর এটা একটা কৌশল। এভাবে বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সে আর পরিশোধ করে না। লিটনকে সবাই বোকা বললেও তার সান্ত্বনা, সে বন্ধুর বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পেরেছে।

ক. জ্ঞান পরিবেশন কিসের উপায়? ১

খ. প্রাণিত্বের বাঁধন বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের লিটন চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লিখিত শিক্ষার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজুর জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারেনি কেন? 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়।

খ অনুধাবন

- প্রাণিত্বের বাঁধন বলতে অর্থচিন্তা বা জীবসত্তার চাহিদা পূরণে নিজেকে আবদ্ধ রাখাকে বোঝানো হয়েছে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক জীবসত্তা ও মানবসত্তা এ দুটি সত্তার কথা বলেছেন। একটি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়, মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো। অন্যদিকে প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মর্মে গিয়ে পৌঁছে না। তাই অন্নবস্ত্রের সমাধানও একান্ত জরুরি।

সারকথা : প্রাণিত্বের বাঁধন বলতে বোঝানো হয়েছে অর্থচিন্তার নিগড় থেকে বের হতে না পারা।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের লিটন চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লিখিত শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জিত না হলে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না। তাই প্রতিটি মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে গুরুত্ব দিতে হবে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। শিক্ষার প্রয়োজনের দিকের সাথে সাথে অপ্রয়োজনের দিকও রয়েছে। অপ্রয়োজনের দিকই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক, যা মানুষের মানবসত্তা বা মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দেয়। উদ্দীপকের লিটনের চরিত্রে মনুষ্যত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সে তার মনুষ্যত্বের কারণে বন্ধুর দুরবস্থার কথা শুনে তাকে সাহায্য করেছে। বন্ধুর প্রতারণার কথা শুনেও সে এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে যে, সে বন্ধুর বিপদে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার এই চিন্তা ও কর্মকান্ডে শিক্ষার প্রকৃত দিকটি প্রকাশিত হয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের লিটন চরিত্রে আলোচ্য প্রবন্ধের শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিক মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগায়। উদ্দীপকের লিটন একজন মানবিক মানুষ। তার মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধের এই অপ্রয়োজনের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের রাজুর জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারেনি। কারণ সে তার জীবনে জীবসত্তা বা ক্ষুৎপিপাসাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।
- মানুষের জীবনে যেমন অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন আছে তেমনই প্রয়োজন রয়েছে মনুষ্যত্ব অর্জনের। মানুষ যখন জীবনের জন্য অধিক অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকে তখন সে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনকে একটি দোতালা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা হলো সেই ঘরের নিচের তলা। জীবসত্তা সবসময় মানুষকে অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি করে রাখে। অর্থের লোভ তাকে লোভী করে তোলে। শিক্ষার প্রকৃত গুরুত্ব মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। যার ফলে মানুষ কখনই মানবসত্তার ঘরে উন্নীত হতে পারে না। শিক্ষা তার জীবনে সোনা ফলাতে পারে না। উদ্দীপকের রাজুর জীবনেও শিক্ষা সোনা ফলাতে পারেনি। কারণ সে জীবনে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যকেই বড় করে দেখেছে। তার মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি, ফলে সে বন্ধুদের ঠকিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। সে প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারেনি।
- উদ্দীপকের রাজু জীবনে মনুষ্যত্ববোধ অর্জন করতে পারেনি। অর্থসাধনাকেই জীবনসাধনা মনে করেছে। কিন্তু 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়। অর্থচিন্তার নিগড় থেকে বের হতে না পারলে মনুষ্যত্ববোধ অর্জিত হয় না। শিক্ষা জীবনে সোনা ফলাতে পারে না। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের রাজুর জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারেনি। কারণ সে তার জীবনে জীবসত্তা বা ক্ষুৎপিপাসাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে মানুষ প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারলে শিক্ষা তার জীবনে সোনা ফলাতে পারে। উদ্দীপকের রাজুর জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারেনি, ফলে সে জীবসত্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৮ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

শিক্ষক গৌরব দাস দশম শ্রেণির ছাত্র আজাদকে তার জীবনের লক্ষ্য কী জানতে চাইলে আজাদ বলে, আমি বাবার মতো ব্যবসায়ী হতে চাই। কারণ বাবা বলেন, "জগতে টাকাই সব।" তার কথা শুনে শিক্ষক গৌরব দাস বলেন অর্থ উপার্জনের চেয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন করাই শ্রেয়। কথায় আছে, প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

ক. শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি? ১

খ. "অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আজাদের বাবার মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি লক্ষ করা যায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক অপ্রয়োজনের দিক।

খ অনুধাবন

- "অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়"– এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। জীবসত্তা এবং মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হয়। শিক্ষা মানুষকে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণ করে। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং মূল্যবোধ তৈরির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো উচিত। মনুষ্যত্ব অর্জিত না হলে মানুষের যথার্থ মুক্তি ঘটে না। যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। আর মানুষ যদি সারাক্ষণ অর্থচিন্তা ও অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহলে তার মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ কারণেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

সারকথা : মানুষের জীবনে অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের আজাদের বাবার মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।
- অনেকেই শিক্ষাকে জীবনধারণের উপায় মনে করে। তারা মনে করে অর্থসাধনাই জীবনসাধনা। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। মানুষের মধ্যে মানবসত্তার জাগরণের মাধ্যমে শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক দুটি সত্তার কথা বলেছেন। একটি মানবসত্তা বা মূল্যবোধ, যেখানে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়। অন্যটি জীবসত্তা, যেখানে মানুষ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে থাকে। অর্থচিন্তায় মগ্ন মানুষ প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তবুও মানুষ অর্থচিন্তায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। উদ্দীপকের আজাদের বাবার মধ্যে জীবসত্তার প্রকাশ লক্ষণীয়। কারণ তিনি মনে করেন জগতে টাকাই সব। তার এই চিন্তার অন্যতম কারণ মূল্যবোধ সৃষ্টি না হওয়া। প্রাণিত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে থাকা। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের আজাদের বাবার মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের আজাদের বাবার মাঝে প্রকৃত শিক্ষার আলো না থাকায় তিনি অর্থকেই সব বলে মনে করেন, যার মধ্য দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত জীবসত্তার দিকটি প্রকাশিত হয়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার অপ্রেয়োজনীয় দিকটি লক্ষ করা যায়– মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে একমাত্র শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ কখনো অন্নবস্ত্রের চিন্তার নিগড় থেকে বের হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার অপ্রেয়োজনীয় দিকের উপলব্ধি।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখকের মতে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক মানবসত্তা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে। জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে। মানুষকে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত করতে পারে। উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি লক্ষ করা যায়। কারণ তিনি মনে করেন অর্থ উপার্জনের চেয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন করাই শ্রেয়। তিনি মনকে গুরুত্ব দিয়েছেন, অর্থকে নয়। তার কাছে মানবিকতা বা মূল্যবোধই বড়।
- উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এই দিকটিই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই দিকটিই মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ববোধ জাগায় এবং মানুষকে মানবিক করে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে অপ্রয়োজনের দিকটিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যেও একই বিষয় লক্ষণীয়।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৯ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৯

মেধাবী ছাত্র হাসান লেখাপড়া শেষ করে সরকারি উচ্চ পদে একটি চাকরি পায়। ইচ্ছে করলেই সে অনেক আর্থিক সম্পদের মালিক হতে পারে। কিন্তু সে এটা পছন্দ করে না। তার সহকর্মী সুজা ইতোমধ্যে অনেক অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছে। সে হাসানকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু হাসান তার অনৈতিক প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চাকরিজীবন শেষ করে। এখন তার অঢেল ধন-সম্পদ না থাকলেও সবাই তাকে সম্মান করে।

ক. জ্ঞান পরিবেশন কিসের উপায়? ১

খ. 'প্রাণিত্বের বাঁধন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সুজা চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন ভাবটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে বলে কি তুমি মনে কর? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়।

খ অনুধাবন

- প্রাণিত্বের বাঁধন বলতে অর্থচিন্তা বা জীবসত্তার চাহিদা পূরণে নিজেকে আবদ্ধ রাখাকে বোঝানো হয়েছে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক জীবসত্তা ও মানবসত্তা এ দুটি সত্তার কথা বলেছেন। একটি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়, মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটে।.মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো। অন্যদিকে প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মর্মে গিয়ে পৌঁছে না। তাই অন্নবস্ত্রের সমাধানও একান্ত জরুরি।

সারকথা : প্রাণিত্বের বাঁধন বলতে বোঝানো হয়েছে অর্থচিন্তার নিগড় থেকে বের হতে না পারা।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সুজা চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার প্রতি গভীর মনোযোগের ভাবটি ফুটে উঠেছে।
- মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জীবনধারণের জন্য মানুষকে নানা কাজ করতে হয়। মানুষের জীবনে বস্তুগত বিভিন্ন উপাদান চাহিদা মেটাতে মানুষকে সাহায্য করে। তবে কেউ কেউ অর্থসাধনাকেই জীবনসাধনা মনে করে।
- মানুষের জীবন দুটি সত্তায় বিভক্ত। একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা। জীবসত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি থাকতে থাকতে মুক্তির গুরুত্ব ভুলে যায়। অন্যটি মানবসত্তা, যা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। উদ্দীপকের সুজা চরিত্রটি জীবসত্তার প্রভাবে প্রভাবিত। তার মধ্যে শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেনি। সে অবৈধভাবে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। বন্ধুকেও অবৈধ কাজ করার জন্য প্রলুব্ধ করে। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের সুজা চরিত্রে আলোচ্য প্রবন্ধের জীবসত্তার প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার ভাবটি ফুটে উঠেছে।

সারকথা : মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে মানবসত্তার চর্চা না থাকার কারণে উদ্দীপকের সুজা চরিত্রে জীবসত্তার প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- হ্যাঁ, উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।
- শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। শিক্ষা মানুষের মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। মানুষের আত্মিক মুক্তি ঘটায়। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে অর্থচিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক মনে করেন প্রকৃত শিক্ষা জীবনে সোনা ফলাতে পারে। মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারে। এ প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তিকে বড় করে দেখেছেন। উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে লেখকের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। কারণ হাসান উচ্চপদে চাকরি করেও সৎ থেকেছে। অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জনকে ঘৃণা করেছে। নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে সবার সম্মান পেয়েছে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুসারে শিক্ষার কাজ মানুষের মূল্যবোধ তৈরি করা এবং মানুষকে মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে সাহায্য করা। উদ্দীপকের হাসানের মধ্য সেই মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এই দিক বিবেচনায় তাই আমি মনে করি তার কর্মকাণ্ডে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।

সারকথা : উদ্দীপকের হাসান সৎ, মানবিক; এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি মানবসত্তায় উজ্জীবিত। তাই তার মধ্য দিয়ে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের লেখকের পূরণ করেছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১০ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

রফিক সাহেব ও মিসেস ইয়াসমিন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। রফিক সাহেব একটি অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। তিনি বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই তিনি তার বেতনের বাইরে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অনৈতকিভাবে টাকা-পয়সা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মিসেস ইয়াসমিন শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। তিনি শ্রেণিতে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীদের তিনি পাঠ্যবই ছাড়াও বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়ে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেন।

ক. লোভের ফলে কিসের মৃত্যু ঘটে? ১
খ. লেখক শিক্ষাকে 'মই' হিসেবে দেখেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রফিক সাহেবের চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মিসেস ইয়াসমিন শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পেরেছেন।"– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- লোভের ফলে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে।

খ অনুধাবন

- জীবসত্তা থেকে মানবসত্তার ঘরে উত্তরণের মাধ্যম বিবেচনা করে শিক্ষাকে লেখক মই হিসেবে দেখেছেন।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা হচ্ছে সেই ঘরের নিচতলা আর মানবসত্তা হচ্ছে তার উপরের তলা। মানুষের জন্য এই সত্তারই প্রয়োজন রয়েছে। মানবজীবনকে এই জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ করার মাধ্যম হিসেবে লেখক শিক্ষার কথা বলেছেন। তার মতে জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার মই হচ্ছে শিক্ষা।

সারকথা : শিক্ষা মানুষকে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় নিয়ে যায়। তাই লেখক শিক্ষাকে মই হিসেবে দেখেছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের রফিক সাহেবের চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- মূল্যবোধের সঠিক বিকাশ ঘটাতে হলে অবশ্যই সুশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। জীবনে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেতে প্রকৃত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতেই মানুষ অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা সারাক্ষণ মানুষকে ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না।
- উদ্দীপকের রফিক সাহেব পড়াশোনার শেষে চাকরিতে যোগ দেন। অথচ তিনি শিক্ষার সুফল পাননি। কারণ অর্থচিন্তার নিগড় থেকে তিনি বের হতে পারেননি। তাই অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে ধনবান হতে চেয়েছেন। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার দুটি দিকের কথা বলেছেন। একটি প্রয়োজনের দিক, অন্যটি অপ্রয়োজনের দিক। আর এই অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ। কেননা শিক্ষার এই দিকটি শেখায় জীবনকে উপভোগ করে মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে। উদ্দীপকের রফিক সাহেব এ দিকটির দেখা পাননি। তার মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথা ক্ষুৎপিপাসা পূরণের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের রফিক সাহেব অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থেকেছেন যা প্রবন্ধ অনুযায়ী শিক্ষার প্রয়োজনের দিক। শিক্ষার এ দিকটি অর্থসাধনাকে জীবনসাধনা মনে করতে সহায়তা করে। এখানে শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের মিসেস ইয়াসমিন শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পেয়েছেন।"– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।
- শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে। একটি প্রয়োজনের, অন্যটি অপ্রয়োজনের। এগুলোর মধ্যে অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ। কারণ এ দিকটি শেখায় মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে, অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। এ দিকটিই শিক্ষার প্রকৃত দিক।
- উদ্দীপকের মিসেস ইয়াসমিন শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে জীবসত্তার দিকটি প্রকট হয়ে ওঠেনি। তিনি মানবসত্তার বিকশিত মানুষ। তিনি অর্থসাধনাকে জীবনসাধনা মনে করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা দান করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তার মধ্যে শিক্ষা সোনা ফলাতে পেরেছে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক এটাই প্রত্যাশা করেছেন, এখানে একথাই বলা হয়েছে। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি। মিসেস ইয়াসমিনের মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন– জীবসত্তার প্রয়োজন অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। অন্যদিকে উদ্দীপকের মিসেস ইয়াসমিনের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে। তিনি শিক্ষার্থীকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার পথ তৈরি করতে নৈতিক শিক্ষা দান করেছেন। এদিক থেকে বলা যায়, তিনি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পেরেছেন।

সারকথা : মিসেস ইয়াসমিন প্রকৃত শিক্ষার সুফল ভোগ করছেন। তিনি মনুষ্যত্বের স্বাদ পেয়েছেন। তাই বলা যায়, তিনি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পেরেছেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১১ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

জাহিদ ও শহিদ একটি অধিদপ্তরে কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে। জাহিদ মনে করে জনসাধারণের সেবা করাই তার ব্রত। এ কারণেই সে লোভলালসাহীন ও দায়িত্বশীল। অন্যদিকে শহিদ তার পদকে ব্যবহার করে ক্রমাগত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বাড়তে থাকে বাড়ি-গাড়ি, অঢেল সম্পদ। দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করে আইনের হাতে তাকে সোপর্দ করে।

ক. ক্ষুৎপিপাসা কী? ১

খ. 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়'— কেন? ২

গ. জাহিদ সাহেবের মধ্যে শিক্ষার যে দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শহিদ সাহেবের মতো ব্যক্তিদের করুণ পরিণতি থেকে উত্তরণের উপায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'ক্ষুৎপিপাসা' হলো ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

খ অনুধাবন

- 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়'— কারণ এই বিষয়টি শিক্ষার সঙ্গে মেলে না।
- 'লেফাফাদুরস্তি' হলো বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। আর শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জ্ঞান পরিবেশন করা নয়। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার গন্ডি ছেড়ে বৃহতের দিকে যাত্রা করে। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে, ভিতরকে জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে লেফাফাদুরস্তি মানুষের মধ্যে কতকগুলো বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। মানুষ সেখানে মনুষ্যলোকের সন্ধান পায় না। এসব কারণেই লেখক বলেছেন লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।

সারকথা : শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের বিষয়। আর লেফাফাদুরস্তি হচ্ছে এর বাইরের বিষয়।

গ প্রয়োগ

- জাহিদ সাহেবের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- মনুষ্যত্বই মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল মানবসমাজ গড়ে ওঠে। মনুষ্যত্ব হচ্ছে মানুষের সব রকম মানবীয় গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিষয়, যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। এগুলোর একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির সন্ধান দেয়। আর মানবসত্তা মানুষকে ক্ষুধা নিবারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দেয়। মানুষ তা দিয়ে নিজেকে অন্যান্য প্রাণী থেকে উন্নত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। প্রবন্ধের এই বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকের জাহিদ সাহেবের মিল রয়েছে। কারণ তিনি লোভ-লালসাহীন ও দায়িত্বশীল মানুষ। কারণ তিনি সম্পদের পাহাড় না গড়ে জনসাধারণের সেবা করাকেই ব্রত মনে করেন। তাঁর কর্মকান্ডে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে । তার জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পেরেছে। তাই বলা যায় যে, জাহিদ সাহেবের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের জাহিদ সাহেবের কর্মকান্ড ও মানসিকতা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মানবসত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি জাগ্রত করা শহিদ সাহেবের মতো ব্যক্তিদের করুণ পরিণতি থেকে উত্তরণের উপায়।
- অর্থকেই জীবনের সবকিছু মনে করে এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই সমাজে বেশি। অর্থ উপার্জনের জন্য কেউ কেউ নীতি-নৈতিকতাও বিসর্জন দেয়। এই ধরনের মানুষকে অর্থচিন্তার বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করতে হলে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে। ক্ষুৎপিপাসা ও জৈবিক চাহিদা মেটানো শিক্ষার একটি কাজ, এটিকে প্রয়োজনের দিক বলে। অন্যটি শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক। এই দিক মানুষকে মানবিক করে তোলে। তাকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। উদ্দীপকের শহিদ সাহেবের মধ্যে এই দিকটি অনুপস্থিত। তিনি লোভী এবং অর্থসাধনাই তার জীবনসাধনা। তাই দুর্নীতি করে তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের হাতে ধরা পড়েন। তার মধ্যে শিক্ষা মনুষ্যত্ববোধ জাগাতে পারেনি। বিলাসী জীবন এবং লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকতে হলে তাকে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটির চর্চা করতে হবে।
- 'শিক্ষা-মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মতে মানবসত্তা মানুষকে মানবীয় করে তোলে, মানুষকে নির্লোভ করে উন্নত মানসিকতার অধিকারী করে। শিক্ষার অপ্রোয়জনীয় দিক মানুষকে এগুলো করতে সহায়তা করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের শহিদ সাহেবের মতো ব্যক্তিদের করুণ পরিণতি থেকে উত্তরণের উপায় শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি জাগ্রত করা।

সারকথা : শহিদ সাহেবের মানসিকতা পরিবর্তনে সুশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। যা শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটির চর্চাই তাকে তা দিতে পারে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১২ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০১৯

সদ্য চাকরিপ্রাপ্ত দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন :

১ম বন্ধু : কী খবর বন্ধু, তোর নতুন কর্মস্থলের খবর কী? কোনো সুযোগ-সুবিধা আছে কি?
২য় বন্ধু : কোন সুযোগ-সুবিধার কথা বলছিস?
১ম বন্ধু : একটু বাড়তি আয়-রোজগারের কথা বলছি আর কি! কত লোকই তো চাকরি করে বাড়ি-গাড়ি করছে।
২য় বন্ধু : সাদামাটা জীবন-যাপন করব। তবুও ঐভাবে আমি টাকা উপার্জন করতে পারব না।

ক. ধনী-দরিদ্র সকলের অন্তরে কী ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে? ১
খ. "লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।"— কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. ১ম বন্ধুর মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "২য় বন্ধুর মনোভাবে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল সুরই উঠে এসেছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ধনী-দরিদ্র সকলের অন্তরে 'চাই, চাই, আরও চাই' ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে।

খ অনুধাবন

- "লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়"— কারণ এ বিষয়টি শিক্ষার সঙ্গে মেলে না।
- 'লেফাফাদুরস্তি' হলো বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। আর শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জ্ঞান পরিবেশন করা নয়। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার গণ্ডি ছেড়ে বৃহতের দিকে যাত্রা করে। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে, ভিতরকে জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে লেফাফাদুরস্তি মানুষের মধ্যে কতকগুলো বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয় এবং মানুষ সেখানে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান পায় না। এসব কারণেই লেখক বলেছেন লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।

সারকথা : শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের বিষয়। আর লেফাফাদুরস্তি হচ্ছে এর বাইরের বিষয়।

গ প্রয়োগ

- ১ম বন্ধুর মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তা বা ক্ষুৎপিপাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।
- মানুষ জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ হয় না। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হলে মূল্যবোধ তৈরি করতে হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থচিন্তা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক দুটি সত্তার কথা বলেছেন। এগুলোর একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা। মানবসত্তা হলো মানুষের মনুষ্যত্ব বা মূল্যবোধ। অন্যদিকে জীবসত্তা মানুষকে অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি করে রাখে। মানুষ তখন শুধু জৈবিক চাহিদার কথাই চিন্তা করে। ফলে যেকোনো অন্যায় বা অপরাধ করতে তার বাধে না। অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। তার ভিতরে লোভ জন্মায়। অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের ১ম বন্ধু এমনই একজন অনুভূতিশূন্য মানুষ। যার কাছে মনুষ্যত্ব নয়, অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যই বড়। এ কারণে সে তার বন্ধুর কর্মস্থলে বাড়তি আয়ের সুযোগ আছে কিনা তা জানতে চেয়েছে। উদ্দীপকের ১ম বন্ধুর মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তা বা ক্ষুৎপিপাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

সারকথা : ১ম বন্ধুর মধ্যে মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। কারণ সে সঠিক শিক্ষা পায়নি। ফলে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "২য় বন্ধুর মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল সুরই উঠে এসেছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা মানুষকে মুক্তি দেয়, মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। প্রকৃত শিক্ষার কাজ মানবসত্তার বিকাশ ঘটানো। তাই মানুষের মতো মানুষ হতে হলে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। শিক্ষার প্রয়োজনের দিকের সঙ্গে অপ্রয়োজনের দিকের কথাও বলেছেন। তিনি অপ্রয়োজনের দিকটির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এ দিকটি মানুষের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তোলে। মানুষকে আনন্দ পেতে শেখায়। মানুষকে সুন্দরভাবে লোভহীনভাবে বাঁচতে শেখায়। যা উদ্দীপকের ২য় বন্ধুর মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে। ২য় বন্ধুটির অর্থ-প্রাচুর্যে লোভ নেই। সে অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন না করে সাদামাটা জীবনযাপন করতে চায়।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগাতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুক্তিলাভ করে। উদ্দীপকের ২য় বন্ধুর মানসিকতায় সেই সুরই প্রকাশ পেয়েছে। এই বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মূল্যবোধের বিকাশের কথা বলেছেন যা ২য় বন্ধুর মানসিকতায় প্রকাশ পায়। এই দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৩ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

গালিব বন থেকে একটি পাখি ধরে এনে খাঁচায় বন্দি করে রাখল। সে পরম আদরে খাঁচায় পাখিটিকে আঙ্গুর, বেদানা, কলা ইত্যাদি দামি দামি খাবার দিতে লাগল। সে ভাবল পাখিটি উড়ে যাবে না। একদিন সে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে খাবার দিল। কিন্তু একটু পরে এসে গালিব দেখল, পাখিটি সব খাবার ফেলে উড়ে চলে গেছে।

ক. লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন চেষ্টাকে অভিনন্দনযোগ্য বলেছেন? ১

খ. মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ তুলে ধরেছে মাত্র"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টাকে অভিনন্দনযোগ্য বলেছেন।

খ অনুধাবন

- মানুষের জীবন জীবসত্তা ও মানবসত্তা এ দুটি নিয়ে গঠিত বলে মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক দুটি সত্তা রকথা বলেছেন– একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। তিনি মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করে বলেছেন– জীবসত্তা ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব হচ্ছে সেই ঘরের উপরের তলা। জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় ঘরে উত্তরণের উপায় হলো শিক্ষা। জীবসত্তা মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে আর মানবসত্তা মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে।'একটি মানুষের প্রয়োজনের দিক, অন্যটি অপ্রয়োজনের দিক বলে বিবেচিত। কিন্তু জীবসত্তা মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়, মানবসত্তাই প্রকৃত পরিচয়। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সারকথা : জীবসত্তা ও মানবসত্তা এ দুই সত্তা নিয়েই মানুষের জীবন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়' এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- শিক্ষা হচ্ছে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের মাধ্যম। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সব রকম অন্ধত্ব, কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায় এবং এই মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মতে শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, মনুষ্যত্ব অর্জন। তাহলে মানুষের আত্মিক মুক্তি ঘটে। প্রকৃত.শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অন্নবস্ত্রের চিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির স্বাদ লাভ করে। অন্যদিকে বাইরের আলো-হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে। 'শিক্ষা ও মুনষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক আরও বলেন অন্নবস্ত্রের লোভে কোনো মুক্ত পাখি যেমন খাঁচায় বন্দি হবে না তেমনই প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাওয়া মানুষ কখনো অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যে নিজেকে বেঁধে রাখবে না। উদ্দীপকেও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের এই বক্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যেখানে গালিব বন থেকে একটি পাখি ধরে এনে খাঁচায় রেখে দামি খাবার দেয় তা সত্ত্বেও পাখিটি উড়ে চলে যায়। কারণ সেটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। মুক্তিই তার কাছে বড় কথা। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়' এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : মানুষ তার জীবন বাঁচাতে সব সময় অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তবে মুক্তির স্বাদ পাওয়া মানুষের কাছে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ তুলে ধরেছে মাত্র"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মানুষের আত্মার মুক্তি, বুদ্ধির জাগরণ ঘটানো, আত্মপ্রকাশের সুযোগ দান এবং মনুষ্যত্বলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। শিক্ষার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো প্রকাশ পেলে মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক মানুষের জীবনসত্তা ও মানবসত্তার কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। লেখক মানবজীবনে মনুষ্যত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। তিনি আত্মাকে বাঁচাতে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন করতে আহ্বান জানান। উদ্দীপকে কেবল 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়' এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়টি ছাড়া প্রবন্ধের অন্যান্য বিষয় প্রকাশ পায়নি।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো। মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ অন্নবস্ত্রের জন্য নিজেকে বন্দি করে রাখে না। মুক্ত জীবনের প্রত্যাশা করে মুক্তি লাভ করতে চায়। কারণ তাদের কাছে মুক্তি বড়। উদ্দীপকে এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে শিক্ষা, জীবসত্তা, মানবসত্তা, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই সব দিক বিচারে তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকে তার অন্যতম একটি দিক বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১৪ ▸ রংপুর ক্যাডেট কলেজ

বর্তমান অস্থির সমাজব্যবস্থায় মানুষের শুধু চাই চাই, আরও চাই। মানুষ তার চাওয়াগুলো পূরণের জন্য সব করতে প্রস্তুত। অথচ মানুষের অবৈধ সম্পদ তাকে না হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারে, না তাকে মহৎ করতে পারে। মানুষ অমরত্বের স্বাদ পেতে পারে কেবল মানবীয় গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই।

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১

খ. ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি কি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে আমাদের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

খ অনুধাবন

- ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজন।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন : জীবসত্তা ও মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হয় এবং আত্মশক্তি অর্জন করতে হয়। কারণ চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি অসম্ভব। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এই মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার উপলব্ধি করা যায় না। আর তাই মানুষের ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজন।

সারকথা : মানুষের আত্মার অমৃত উপলব্ধি করার জন্যই ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজন।

গ প্রয়োগ

- হ্যাঁ, উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য ধারণ করেছে।
- শিক্ষা মানুষের মনের দ্বার উন্মোচন করে, মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এ জন্য মানবজীবনে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব অনেক বেশি। শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রকাশের সুযোগদানের মাধ্যমে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে।
- উদ্দীপকে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষের অফুরন্ত চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আজ মানুষ তার চাহিদা পূরণে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। অথচ তা করা উচিত নয়। কারণ মানুষের অবৈধ সম্পদ মানুষকে মহৎ করতে পারে না। অমরত্বের স্বাদ শুধু মানবীয় গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে এই ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রবন্ধে প্রকৃত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আবার অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে কখনো প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায় না। মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছাতে হলে অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি পেতে হবে। উদ্দীপকটি প্রবন্ধের এসব বিষয় ও বক্তব্য ধারণ করেছে।

সারকথা : উদ্দীপকে অমরত্বের স্বাদ লাভের জন্য মানুষকে মানবীয় গুণাবলি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপক ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল কথা আমাদের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষা হচ্ছে জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের সোপান। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। যারা অর্থ সাধনাকে জীবনের প্রধান বিষয় মনে করে তারা জীবনকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।
- উদ্দীপকে মহৎ গুণাবলি অর্জনের পথে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে। অসীম চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ যেকোনো কিছু করতে রাজি থাকে, যা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে দেয় না। সমাজে এ ধরনের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। উদ্দীপকের মতো 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও এই বিষয়টি উঠে এসেছে। এ প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল কথা হলো জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষালাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। এ বিষয়টি আমাদের সমাজব্যবস্থায় নিশ্চিত করতে পারলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সমাজের মানুষকে নিজেদের স্বার্থচিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধে যে ভাবের প্রকাশ ঘটেছে সেটা আমাদের সমাজব্যবস্থা এবং যাপিত জীবনের ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

সারকথা : উদ্দীপকে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের বিষয়টি মহৎ গুণাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধক, তেমনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে জীবসত্তার চাহিদা পূরণে মগ্নতা মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। অথচ মানবীয় গুণাবলি ও মনুষ্যত্ব অর্জিত না হলে শিক্ষা মূল্যহীন। আর তাতে মুক্তিও অনিশ্চিত। এ কারণেই সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এ দুটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

www.abswer.com

www.abswer.com

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ১৫ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও মনুষ্যত্ব লাভের উপায়-এর আলোকে প্রণীত।

সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যেমন আমাদের বিচার-বুদ্ধি নামক একটা শক্তি আছে, ভালো-মন্দ প্রশংসনীয়-নিন্দনীয় প্রভৃতি নিরূপণের জন্যও আমাদের সেইরূপ একটা শক্তি আছে, সেই শক্তির বাংলা নাম হচ্ছে ধর্মজ্ঞান, আর ইংরেজিতে তাকে বলে 'The sense of right and wrong'। কান্ট তাকে Practical Reason বলেছেন। এই ধর্মজ্ঞানের দ্বারা যে জিনিসটি অনুমোদিত হয় তাকেই বলে বাঞ্ছনীয়– the good। এই জ্ঞানের প্রাচুর্য যে জাতির মধ্যে ঘটেছে সেই জাতিই সভ্য আর যে জাতির অবস্থা এর বিপরীত, সেই জাতিই বর্বর। এই ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞানই হচ্ছে সভ্যতার কষ্টিপাথর।

[তথ্যসূত্র : সভ্যতা– এস. ওয়াজেদ আলি]

ক. মুক্তির জন্য কয়টি উপায় অবলম্বন করতে হবে? ১

খ. "কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?" এখানে "কারারুদ্ধ" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জ্ঞানের প্রাচুর্য যে জাতির মধ্যে ঘটেছে সেই জাতিই সভ্য'– উদ্দীপকের এ কথাটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য লেখকের মতামতকে সমর্থন করে।– মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে।

খ অনুধাবন

- এখানে 'কারারুদ্ধ' বলতে বুদ্ধির স্বাধীনতা বা আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে মানুষের বঞ্চিত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।
- জীবসত্তাকে রক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তাই বলে অর্থচিন্তাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। অনেকে সর্বদাই অর্থচিন্তায় মগ্ন থাকে। এই অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি মানুষকে লেখক 'কারারুদ্ধ' মানুষ বলেছেন। লেখকের মতে, কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনই অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি মানুষেরও কোনো মূল্য নেই। খাওয়া-পরা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমেই জীবনের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

সারকথা : যেসব মানুষ অর্থকেই জীবনের সবকিছু মনে করে লেখক তাদের 'কারারুদ্ধ' বলেছেন। তাদের কোনো মূল্য নেই।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও মনুষ্যত্ব লাভের দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- শিক্ষা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহতের দিকে যাত্রা করে। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।
- উদ্দীপকে ভালো-মন্দের আলোচনায় জ্ঞানের প্রাচুর্যকে সভ্য জাতির মনাদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে মানুষের ধর্মজ্ঞান ও জ্ঞানের শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মানুষের জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব লাভের দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করায়। জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের উপায় হলো শিক্ষা। এই উত্তরণের মধ্যেই সভ্যতার অগ্রযাত্রা সাধিত হয়। আর যারা তা পারে না তারা সেই অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পারে না। এ বিষয়টির ব্যাখ্যাই উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে।

সারকথা : শিক্ষার কাজ হচ্ছে জ্ঞানার্জনে মানুষকে আগ্রহী করে তোলা এবং তার মাধ্যমে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এ দিক থেকে উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'জ্ঞানের প্রাচুর্য যে জাতির মধ্যে ঘটেছে সেই জাতিই সভ্য'– উদ্দীপকের এ কথাটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য লেখকের মতামতকে সমর্থন করে। – মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে আত্মার মুক্তি দান করে। এটি মানুষকে আত্মপ্রকাশের সুযোগদানের মাধ্যমে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে। মানুষকে বস্তুগত দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। মোট কথা, শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবসত্তা ও মানবসত্তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের পক্ষে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে বলে লেখক মনে করেছেন। উদ্দীপকেও সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রাচুর্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ জ্ঞানের প্রাচুর্য না থাকলে কোনো জাতি সভ্য হতে পারে না। জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান দ্বারাই মানুষ ভালো-মন্দ বিচার করতে সমর্থ হয়। যে জাতি সেই বিচারশক্তি অর্জন করতে পারে না সেই জাতি সভ্যতার অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পারে না। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক এ কথাই বলেছেন।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক শিক্ষার দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানবজীবনকে তিনি একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করে সেখানে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং মানুষের মৌল চাহিদার সমাধান করে তাকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচিত করা। উদ্দীপকে এ বিষয়টি ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দিয়ে তাকে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়ে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। উদ্দীপকে জ্ঞানের প্রাচুর্যের যে কথা বলা হয়েছে তা এটির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। কারণ জ্ঞানহীন জাতি সভ্যতার অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পারে না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৬ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : শিক্ষার বাহ্যিক আড়ম্বরতা ও প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ-এর আলোকে প্রণীত

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চ শিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

[তথ্যসূত্র : শিক্ষার বাহন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ক. আত্মার পতন হয় কিসে? ১

খ. শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকই শ্রেষ্ঠ দিক কেন? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে কোন ভাবের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাবটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবের ধারক হতে পারেনি।" মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- আত্মার পতন হয় আলস্য ও অসাধুতায়।

খ অনুধাবন

- শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকই শ্রেষ্ঠ দিক। কারণ এই দিক মানুষের মনকে বিকশিত করে, মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে।
- শিক্ষার দুটি দিক— একটি প্রয়োজনের, অপরটি অপ্রয়োজনের। দ্বিতীয় দিকটি মানুষের মনের দুয়ার উন্মোচিত করে তাকে শেখায় কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমেই মানুষ অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করতে পারে। তার সুপ্ত মন শিক্ষার স্পর্শ পেয়ে আর দশজন সাধারণের থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এসব কারণে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ।

সারকথা : মানুষের মন বিকশিত করতে সাহায্য করে বলেই শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি শ্রেষ্ঠ।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের বিষয় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রকাশিত অন্নচিন্তা ও অর্থচিন্তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে।
- মানুষের জীবনে অন্নবস্ত্রের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনই প্রয়োজন আছে মূল্যবোধ অর্জনের। তথাপি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য এ চিন্তা থেকে বের হতে পারে না। মানুষ শিক্ষাকে এই ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলে।
- উদ্দীপকে শিক্ষাকে অন্নসংস্থানের অন্যতম উপায় হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষার আস্কালনে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে মানুষ ছিটকে পড়ে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে ব্যবহার করছে। এই দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও আলোচিত হয়েছে। লেখক এখানে শিক্ষার দুটি দিক তুলে ধরেছেন। এর প্রয়োজনের দিক এবং অপ্রয়োজনের দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় মানুষ শিক্ষাকে ব্যবহার করার ভুল পন্থা গ্রহণ করছে, যা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। প্রবন্ধের এই ভাবটিই উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

সারকথা : উদ্দীপকে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে শিক্ষার ব্যবহারের দিকটি উঠে এসেছে, যা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধের এই ভাবটির প্রতি উদ্দীপকের বিষয়টি ইঙ্গিত করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাবটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবের ধারক হতে পারেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অর্থকেই জীবনের সবকিছু মনে করে। অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য অনেকে নৈতিকতাও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ফলে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান তারা কোনোদিনই পায় না।
- উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষের পক্ষে অন্নের দরকার রয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। তাকে টাকার থলি তৈরির মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রকাশিত অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এটি ছাড়াও আলোচ্য প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানবজীবনকে দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করে লেখক সেখানে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তার মতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। তা না হলে মানবজীবনে সোনা ফলবে না, কখনো মুক্তি আসবে না। শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারলেই অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রবন্ধের এসব দিক উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকে শিক্ষাকে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য দিক। প্রবন্ধের অন্যান্য বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সুতরাং বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৭ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা-এর আলোকে প্রণীত

কিন্তু কথা হচ্ছে, শিক্ষা কি শুধু চাকুরীর জন্যই করতে হবে? শিক্ষার কি আর কোন সার্থকতা নাই? আমার মনে হয়, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবন যাপনে শক্তিমান ও নানা দৃষ্টিক্ষম করে তোলা। মানুষ বিশ্ব-প্রভুর সৃষ্টি-ভূষণ। তাই তার জীবনে চাই সুরুচি, সৌন্দর্য, সম্পদ, প্রেম, শক্তি ও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করবার প্রকৃষ্ট জ্ঞান। যে-মানুষের জীবনে এ সমস্তের যেকোনো একটির অভাব ঘটেছে সে মানুষ নামের অযোগ্য। আর যে শিক্ষা মানুষকে এ সমস্ত দিতে পারছে না সে শিক্ষা নিরর্থক। এতেই বুঝতে পারা যাবে, মানুষ-মাত্রকেই শিক্ষা লাভ করতে হবে– এমন শিক্ষা যাতে করে সে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম হতে পারে। যে-জাতি এ-কথা ভুলে গিয়ে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের নিশ্চেষ্টতা, দৈন্য ও ভণ্ডামীকে লুকিয়ে রাখে ও রাখতে চেষ্টা করে, সে জাতির মুক্তি অসম্ভব। [তথ্যসূত্র : তরুণের সাধনা– সৈয়দ আবুল হোসেন]

ক. চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে কী নেই? ১

খ. ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজন– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি তুলে ধরেছে?– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সমান্তরাল।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই।

খ অনুধাবন

- ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন।
- চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি অসম্ভব। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজন।

সারকথা : মানুষের আত্মার অমৃত উপলব্ধি করার জন্যই ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রকাশিত শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য তুলে ধরেছে।
- মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদা মেটানোই সর্বশেষ কথা নয়। অন্ন-বস্ত্রের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনই প্রকৃত শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে না পারলে অগাধ সম্পদের মালিক হলেও প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না।
- উদ্দীপকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবনযাপনে শক্তিমান করে তোলা। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মতে শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। জীবনকে কীভাবে উপভোগ করতে হয়, কীভাবে মানবিক গুণাবলির অধিকারী হতে হয় তা জানা যায় শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটির মাধ্যমে। অন্নপ্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তিকে এখানে বড় করে দেখানো হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রবন্ধের এই দিকটিই উদ্দীপকটি তুলে ধরেছে।

সারকথা : উদ্দীপকে প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধেও মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছাতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সমান্তরাল।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়– যা মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে সহজেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা পাওয়া সম্ভব হয়। তাই মানুষের মতো মানুষ হতে হলে, মানবীয় গুণাবলির অধিকারী হতে হলে অবশ্যই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে হবে।
- উদ্দীপকে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে লেখক বলেছেন শুধু চাকরির জন্যই শিক্ষা লাভ করা উচিত নয়। এতে শিক্ষার কোনো সার্থকতা থাকে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবনযাপনে শক্তিমান ও দৃষ্টিক্ষম করে তোলা। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরাল। কেননা আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন শিক্ষাই আমাদের মানবতার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অর্থ-চিন্তার নিগড়ে বন্দি থাকলে কখনই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায় না। প্রাবন্ধিকের মতে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়। আর এই মুক্তি এনে দিতে পারে যথার্থ শিক্ষা। শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। প্রাবন্ধিকের এই চেতনা উদ্দীপকের লেখকের চেতনার সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকে বলা হয়েছে শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি। আলোচ্য প্রবন্ধেও লেখক একই কথা বলেছেন। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সমান্তরাল। সুতরাং বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৮ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : জগতের কল্যাণ সাধনে মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের প্রয়োজনীয়তা-এর আলোকে প্রণীত

মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভূ, বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি তার কল্যাণও সামগ্রিকভাবে সমাজের ভালো-মন্দের সঙ্গে সংযুক্ত।

আসল কথা, মানুষের মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে স্রেফ তার জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এ ধরনের মানব-কল্যাণ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হতে পারে না। এহেন মানব-কল্যাণের কুৎসিত ছবি দেখার জন্য দূরদূরান্তে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের আশে-পাশে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই তা দেখা যায়।

[তথ্যসূত্র : মানবকল্যাণ– আবুল ফজল]

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. শিক্ষা দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব– কীভাবে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা"– মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ অনুধাবন

- শিক্ষালাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে এবং মানুষের অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষা দ্বারাই জীবনে উন্নয়ন সম্ভব।
- কোনো ভারী জিনিসকে উপরে তুলতে হলে তাকে নিচ থেকে ঠেলতে হয়, আবার উপর থেকে টানতেও হয়। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই উপর থেকে টানা আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচ থেকে ঠেলা। নিচের ঠেলা ছাড়াও জিনিস উপরে উঠানো যায়। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষা মানুষকে মূল্যবোধ লাভ করতে সাহায্য করে, আবার অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ করে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা দ্বারা মানুষের মানবসত্তার উন্নয়ন ঘটে। মানবসত্তার উন্নয়ন ঘটলে জীবসত্তারও উন্নয়ন ঘটে।

সারকথা : শিক্ষার আসল কাজ হলো মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো এবং শিক্ষা দ্বারাই মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয় তাই শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয় সম্ভব।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মানবকল্যাণের জন্য মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন মনুষ্যত্ব। মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল মানব সমাজ গড়ে ওঠে।
- উদ্দীপকে মনুষ্যত্বহীন হয়ে শুধু অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াকে নিন্দা করা হয়েছে। কারণ মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে মানবকল্যাণের লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। এখানে মনুষ্যত্বের যে গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে তা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রতিফলিত মনুষ্যত্বের গুরুত্বের বিবেচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। লেখক প্রবন্ধে বলেছেন যে, শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি বা মনুষ্যত্ব অর্জন করা। শিক্ষা মানুষের মানবিক বোধগুলোকে জাগিয়ে তোলে। মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত না হলে মানুষের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলে মানবকল্যাণ সাধিত হয় না। মনুষ্যত্বহীন লোকের দ্বারা মানবকল্যাণের রূপ অত্যন্ত কুৎসিত হয়। তাকে প্রকৃত মানবকল্যাণ বলা যায় না।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করার যে কথা বলেছেন সেটি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত মানবকল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বকে বাদ না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা"– মন্তব্যটি উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।
- শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মার মুক্তি ঘটে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করা যায়। জীবসত্তা থেকে মানুষের মানবসত্তায় উত্তরণের পথ হলো শিক্ষা। শিক্ষার আলোয় হৃদয় আলোকিত হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্বাদ পায় না। মনুষ্যত্বের অভাবে মানুষ শিক্ষিত হয়েও অন্ধকারেই থেকে যায়।
- উদ্দীপকে মনুষ্যত্বের দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। এই দিকটির অভাবে সমাজে অশান্তি ও অকল্যাণ বিরাজ করে। মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তির দ্বারা সমাজ ও মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হয় না। এখানে মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে স্রেফ জৈব অস্তিত্বের যে মূল্য নেই সেই দিকটি নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের এই বিষয়টি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে আলোচিত মনুষ্যত্ব অর্জনের গুরুত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে মনুষ্যত্বহীন মানবকল্যাণকে প্রকৃত কল্যাণ নয় বলে বক্তব্য রয়েছে। এ বিষয়টি প্রবন্ধের অর্থের নিগড়ে বন্দি থাকাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় প্রসঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক দুটি সত্তার কথা বলেছেন। এগুলোর একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব অর্জিত হয়। তবে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে মনুষ্যত্ব অর্জিত হয় না। উদ্দীপকেও প্রকৃত কল্যাণের জন্য মনুষ্যত্বের কথা বলা হয়েছে, যা প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানবিক করে মানবকল্যাণে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষের প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে মনুষ্যত্ব অর্জিত হয় না। উদ্দীপকেও মানবকল্যাণে মনুষ্যত্ব বোধসম্পন্ন মানুষের এগিয়ে আসাকে প্রকৃত মানবকল্যাণ বলা হয়েছে। এদিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৯ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য-এর আলোকে প্রণীত

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমনকি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। [তথ্যসূত্র : বই পড়া– প্রমথ চৌধুরী]

ক. 'হামেশা' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'বেশিরভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।'– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও উদ্দীপক ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় এক।"– এ বিষয়ে মতামত উপস্থাপন কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'হামেশা' শব্দের অর্থ সবসময়।

খ অনুধাবন

- 'বেশিরভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।' লাইনটি দিয়ে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কী তা উপলব্ধি করতে না পারলে বেশিরভাগ লোক যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যাবে এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।
- অধিকাংশ লোকই শিক্ষাকে জীবনধারণের উপায় মনে করে। তারা মনে করে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা। অথচ অর্থসাধনাই জীবনের সব নয়– এ উপলব্ধি না থাকলে মানুষ জীবনে সোনা ফলাতে পারে না। এতে করে বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। লেখক এ বিষয়টি নির্দেশ করতেই অর্থসাধনাকারীদের উদ্দেশ করে বলেছেন, তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যাবে।

সারকথা : শিক্ষার আসল কাজ মনুষ্যত্ব অর্জন, অর্থসাধনা নয়। এই বিষয়টি উপলব্ধি না করতে পারলে বেশিরভাগ মানুষ যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যাবে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে আলোচিত শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায়, মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত হওয়া যায়। শিক্ষার দুটি দিক– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করলে জীবনে সফলতা আসে না। তাই মানবসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে শিক্ষা হচ্ছে আত্মার খোরাক। শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তির মনে মানবিকতার পরিধি বাড়ে। অথচ বর্তমানে মানুষ শিক্ষাকে আত্মার খোরাক হিসেবে গ্রহণের পরিবর্তে জৈবিক চাহিদা মেটানোর উপায় হিসেবে দেখছে। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। উদ্দীপকেও একই ভাবাদর্শের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সবাই মনে করেন যে, সন্তানদের শিক্ষিত করতে পারলে তার উপার্জন করা অর্থে সারা জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটানো যাবে, যা উদ্দীপকের লেখকের উদ্দেশ্য নয়। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও লেখক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য এবং মানবজীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর উদ্দীপকেও প্রবন্ধের এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, মানবজীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। উদ্দীপকেও বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যের অসারতা উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও উদ্দীপক ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় এক।"– মন্তব্যটির সঙ্গে আমি একমত।
- মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে। একটি হলো জীবসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্তে জৈবিক চাহিদা মেটানোর অপরিহার্য দিক, অন্যটি হলো মানবসত্তার বিকাশ। মানবসত্তার জাগরণের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ।
- উদ্দীপকে আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার যে অভাব নেই সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমানের পিতা-মাতারা সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোর নিমিত্তে। এতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও লেখক এই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধে জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উত্তরণের মই হিসেবে শিক্ষাকে নির্দেশ করা হয়েছে। শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনই অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। প্রয়োজনীয় দিক হলো অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি আর অপ্রয়োজনীয় দিক হলো মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। অর্থচিন্তার প্রয়োজন থেকে মুক্তি পেলে শুরু হবে প্রকৃত শিক্ষা। এখানে পৌঁছাতে পারলে মানবসত্তায় উপনীত হওয়া যায়।
- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মতো উদ্দীপকেও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যে শিক্ষা গ্রহণের ফলে মানবতাবোধের বিকাশ ঘটবে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা। উদ্দীপকেও একই ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় উভয়ের বক্তব্য বিষয় এক।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় প্রণীত

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ লোভের ফলে মানুষের কিসের মৃত্যু ঘটে? [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '১৯]

উত্তর : লোভের ফলে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন ২ ▸ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি? [রা. বো. '২০; রা. বো. '১৯; চ. বো. '১৭]

উত্তর : শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক হচ্ছে– অপ্রয়োজনীয় দিক।

প্রশ্ন ৩ ▸ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখায় কিসের প্রকাশ ঘটেছে? [কু. বো. '২০]

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখায় মননশীলতা ও চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ৪ ▸ শিক্ষার আসল কাজ কী? [চ. বো. '২০; ঢা. বো. '১৭; চ. বো. '১৬]

উত্তর : শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন ৫ ▸ লেফাফাদুরস্তি কী? [ম. বো. '২০]

উত্তর : লেফাফাদুরস্তি হচ্ছে– বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা।

প্রশ্ন ৬ ▸ জ্ঞান পরিবেশন কিসের উপায়? [ঢা. বো. '১৯; য. বো. '১৯]

উত্তর : জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়।

প্রশ্ন ৭ ▸ 'ক্ষুৎপিপাসা' শব্দের অর্থ কী? [য. বো. '১৭; চ. বো. '১৯; ব. বো. '১৭]

উত্তর : 'ক্ষুৎপিপাসা' শব্দের অর্থ হলো– ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

প্রশ্ন ৮ ▸ ধনী-দরিদ্র সকলের অন্তরে কী ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে? [ব. বো. '১৯]

উত্তর : ধনী-দরিদ্র সকলের অন্তরে 'চাই, চাই, আরও চাই' ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ৯ ▸ লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন চেষ্টাকে অভিনন্দনযোগ্য বলেছেন? [দি. বো. '১৯]

উত্তর : লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টাকে অভিনন্দনযোগ্য বলেছেন।

প্রশ্ন ১০ ▸ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অনুবাদগ্রন্থ দুটির নাম লেখ। [ঢা. বো. '১৬]

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অনুবাদগ্রন্থ দুটির নাম হলো 'সভ্যতা' ও 'সুখ'।

প্রশ্ন ১১ ▸ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? [য. বো. '১৫; ব. বো. '১৬, '১৫; দি. বো. '১৫]

উত্তর : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১২ ▸ মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৩ ▸ অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়– এ বোধটি মানুষের কিসের পরিচায়ক? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৪ ▸ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস কোন গ্রামে?

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস কাঞ্চনপুর গ্রামে।

প্রশ্ন ১৫ ▸ কোনটি আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে?

উত্তর : শিক্ষা আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ১৬ ▸ শিক্ষার দুটি দিক কী কী?

উত্তর : শিক্ষার দুটি দিকের একটি হলো প্রয়োজনের দিক, আর অপরটি হলো অপ্রয়োজনীয় দিক।

প্রশ্ন ১৭ ▸ শিক্ষার কোন দিক জীবনকে উপভোগ করতে শেখায়?

উত্তর : শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি মানবজীবনকে উপভোগ করতে শেখায়।

প্রশ্ন ১৮ ▸ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের নাম কী?

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

প্রশ্ন ১৯ ▸ মানবজীবনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন কোনটি?

উত্তর : মানবজীবনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো শিক্ষা।

প্রশ্ন ২০ ▸ জীবসত্তা ও মানবসত্তা সম্পর্কে কোন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে?

উত্তর : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে জীবসত্তা ও মানবসত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২১ ▸ শিক্ষা কী?

উত্তর : শিক্ষা হচ্ছে জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার মই।

প্রশ্ন ২২ ▸ শিক্ষা মানুষের কোন দিকটিকে জাগ্রত করে?

উত্তর : শিক্ষা মানুষের সচেতনতা ও মূল্যবোধের দিকটি জাগ্রত করে।

প্রশ্ন ২৩ ▸ মনুষ্যত্বের আহ্বান কখন মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়?

উত্তর : যখন প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি পায় না তখন মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিকে লেখক শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন কেন? [ঢা. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২ ▸ 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [রা. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ ▸ আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন? [কু. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৪(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি'– বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? [চ. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৫(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৫ ▸ 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি'– কেন? ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৬ ▸ প্রাণিত্বের বাঁধন বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢা. বো. '১৯; য. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৭(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৭ ▸ "অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়"— ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৮(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৮ ▸ লেখক শিক্ষাকে 'মই' হিসেবে দেখেছেন কেন? [কু. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ১০(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৯ ▸ "লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়"— কেন? [ঢা. বো. '১৭; চ. বো. '১৯; ব. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ১১(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১০ ▸ মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? [দি. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ১৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১১ ▸ মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে না কেন? [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে না পারার কারণ মানুষ অর্থসাধনাকেই জীবনসাধনা মনে করে।

সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষই শিক্ষাকে জীবনধারণের উপায় মনে করে। তারা মনে করে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা। কিন্তু অর্থসাধনাই যে জীবনের সবটুকু নয় এই বিষয়টি মানুষকে বোঝানো যায় না। তাই শিক্ষা তাদের জীবনে সোনা ফলাতে পারে না। কিছুসংখ্যক মানুষ শিক্ষার সুফল বুঝতে পারলেও অধিকাংশ মানুষই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তারা যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থেকে যায়।

প্রশ্ন ১২ ▸ কখন হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]

উত্তর : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মতে— পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচতলা আর মানবসত্তা উপরের তলা। শিক্ষা মানুষকে ক্ষুৎপিপাসা থেকে মুক্তি দেয় এবং আত্মার অকৃত্রিম আনন্দের স্বাদ দেওয়ার জন্য মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যায়। সাধারণত অর্থচিন্তায় মানুষ সবসময় ব্যস্ত থাকে। আর অর্থচিন্তায় তাড়িত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। ফলে মানুষ তার জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। এই বিষয়টি বোঝাতেই লেখক হাঁটার আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে পায়ের কাঁটার দিকে বারবার তাকাতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন ১৩ ▸ শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দিকগুলো বুঝিয়ে লেখ। [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উভয় দিকের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককে লেখক কম গুরুত্ব দিয়েছেন, অপ্রয়োজনীয় দিককে শ্রেষ্ঠ দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ জৈবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সব সময় অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি থাকে। মনে করে উচ্চশিক্ষায় পাস দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জৈবিক চাহিদা মেটানোই শিক্ষাগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। এখানে ব্যক্তি শিক্ষার সুফল ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে। এই বিষয়টি শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক। অন্যদিকে শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং মানবসত্তাকে বিকশিত করাই হলো শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক। এই অপ্রয়োজনীয় দিকটি মানুষের মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ জীবসত্তার উন্নয়ন ছাড়া মানবসত্তার উন্নয়ন হয় না কেন? [জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : জীবসত্তার উন্নয়ন ছাড়া মানবসত্তার উন্নয়ন হয় না। কারণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।

লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। একটি জীবসত্তা, যার প্রয়োজন অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ করা। আর অন্যটি মানবসত্তা, যার প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করা। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি থাকে। ফলে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন সম্ভব হয় না। মানবসত্তার উন্নয়ন ঘটে না। তাই মানুষের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তার সমাধান হলে অর্থাৎ জীবসত্তার উন্নয়ন ঘটলে মানবসত্তারও উন্নয়ন ঘটবে। তাই বলা হয়েছে, জীবসত্তার উন্নয়ন ছাড়া মানবসত্তার উন্নয়ন হয় না।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৫ ▸ 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি'— কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি' বলতে মূলত জীবসত্তার চাহিদা মেটাতে গিয়ে মানব সত্তা বিসর্জন দিয়ে মানুষের অর্থবৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়াকে বোঝায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। কিন্তু বর্তমানে অর্থসাধনাই হয়ে উঠেছে মানুষের মূল লক্ষ্য। ফলে তারা শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছে। তারা কেবল অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। এ কারণে তারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। মানবসত্তার সুষ্ঠু বিকাশে যেমন অর্থের প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন আছে সঠিক শিক্ষার, যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়টি অনুধাবন না করে শুধু অর্থ উপার্জনের পেছনেই ছুটে চলেছে। এ কথাটি বোঝাতেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

প্রশ্ন ১৬ ▸ মুক্তির জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর : মানবমুক্তির নিমিত্তে দুটি উপায় অবলম্বন করা অতীব জরুরি। যেমন—

প্রথমত অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা করতে হবে।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে মানবমুক্তি অর্জিত হয় না।

উপর্যুক্ত দুটি উপায় অবলম্বন ছাড়া মানবমুক্তি কখনই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১৭ ▸ মানবসত্তা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : মানবজীবনের দুটি সত্তা— একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা।

মানবসত্তা : মানবসত্তা চিন্তাচেতনা, মননশীলতার রণক্ষেত্র। জীবসত্তার অন্ধ শৃঙ্খলকে উপেক্ষা করে মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি, সত্য-সুন্দর ও মননশীলতার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করার মাধ্যমে মানবসত্তার পরিপুষ্টি দান করতে হয়। মানবজীবনের উন্নয়নে এই সত্তার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

বহুনির্বাচনি অংশ MCQ SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন এবং মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হলো। অনুশীলনের সুবিধার্থে সঠিক উত্তরের বৃত্ত (●) ভরাট না করে Self-Test আকারে নিচে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে কোন দিকে লক্ষ রেখে?
ক অর্থনৈতিক মুক্তির খ আত্মিক মুক্তির
গ চিন্তার স্বাধীনতা ঘ বুদ্ধির স্বাধীনতা

২. আত্মিক মৃত্যু বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
i. স্বাভাবিক মৃত্যু ii. নৈতিক অধঃপতন
iii. মূল্যবোধের অবক্ষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুকুর মিয়া তাঁর স্কুল-পড়ুয়া ছেলেকে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি মনে করেন টাকাই জীবনের মূল। দুনিয়াতে যার যত টাকা সে তত বেশি সুখী।

৩. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের শুকুর মিয়ার মাঝে প্রাধান্য পেয়েছে–
i. ক্ষুৎপিপাসা
ii. আত্মার অমৃত
iii. অর্থলিপ্সা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. শুকুর মিয়ার মানসিকতা পরিবর্তন হতে পারে যদি তিনি–
ক অর্থলিপ্সাকে জীবন-সাধনা মনে না করেন
খ শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককে গুরুত্ব দেন
গ অর্থচিন্তার নিগড়ে সর্বদা বন্দি থাকেন
ঘ অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তিকে বড় করে না দেখেন।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

৫. অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পেতে হলে করণীয়– [ঢা. বো. '২০]
ক শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককে গুরুত্ব দেওয়া
খ মূল্যবোধ জাগ্রত করা
গ লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা ঘ অন্নচিন্তার সমাধান করা

৬. "পায়ের কাঁটার দিকে বার বার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না।"– এ উক্তির 'পায়ের কাঁটা' হলো– [রা. বো. '২০]
ক শিকল খ অন্ধকার গ ক্ষুধা ঘ কল্পনা

৭. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে আলো-হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? [কু. বো. '২০]
ক অশিক্ষিতদের খ অর্থলোভীদের
গ অদূরদর্শীদের ঘ আত্মিক বিকাশহীনদের

৮. 'শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে।' উপরে উল্লিখিত বাক্যটির সাথে নিচের কোন রচনা সঙ্গতিপূর্ণ? [ব. বো. '২০]
ক নিয়তি খ পল্লিসাহিত্য
গ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ মমতাদি

৯. মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায় কেন? [ম. বো. '২০]
ক মনুষ্যত্বের কারণে খ মৃত্যুর জন্যে
গ জীবসত্তার জন্যে ঘ মানুষের ভয়ে

১০. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে মানুষের আত্মিক মৃত্যু হয় কিসে? [কু. বো. '১৯]
ক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে খ লোভের কারণে
গ জীবসত্তার প্রভাবে ঘ প্রাণিত্বের বন্ধনে

১১. মূল্যবোধের অবক্ষয় বোঝাতে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন কথাটি প্রযোজ্য? [দি. বো. '১৯]
ক আত্মিক মৃত্যু খ ফতুর
গ লেফাফাদুরস্তি ঘ পিঞ্জরবদ্ধ

১২. 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়'– এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কথা হচ্ছে– [সকল বোর্ড ২০১৮]
ক অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়
খ মনের দাবি রক্ষা না করলে আত্মা বাঁচে না
গ বিত্ত হতে চিত্ত বড় ঘ অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি

১৩. মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে পৌঁছতে দেরি হয় কেন? [ঢা. বো. '১৭]
ক প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পাওয়ায়
খ অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা প্রয়োজনীয় নয় বলে
গ অন্তরের ব্যাপারটি বড় হয়ে উঠেনি বলে
ঘ ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে হয় বলে

১৪. শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিককে শ্রেষ্ঠ দিক বলা হয়েছে কেন? [য. বো. '১৭]
ক শিক্ষার্জনের মাধ্যমে জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখা যায়
খ শিক্ষালাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করা যায়
গ জৈবিক চাহিদা পূরণে মুখ্য ভূমিকা রাখে
ঘ জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতে অনন্য অবদান রাখে

১৫. অনুভূতির জগতে মানুষ ফতুর হয়ে পড়ে কেন? [সি. বো. '১৭]
ক অর্থসাধনায় সে নিমগ্ন থাকে বলে
খ লোভের ফলে তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে বলে
গ জীবনটা আলো-আঁধারের মধ্যে আবদ্ধ বলে
ঘ শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি বলে

১৬. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় কোনটি? [ব. বো. '১৭]
ক শিক্ষা খ জ্ঞান গ যুক্তি ঘ চিন্তা

১৭. শিক্ষার কোন দিকটি জীবনকে উপভোগ করতে শেখায়? [ঢা. বো. '১৬]
ক ভুল দিক খ দরকারি গ জ্ঞানমূলক ঘ অপ্রয়োজনীয়

১৮. 'শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি'– কে বলেছেন? [রা. বো. '১৬]
ক প্রমথ চৌধুরী খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঘ হায়াৎ মামুদ

১৯. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখকের মতে কারাগার কাদের কাছে স্বর্গতুল্য? [য. বো. '১৬]
ক মুক্তির স্বাদ বঞ্চিতদের খ অন্নবস্ত্রের সন্ধানকারীদের
গ ক্ষুৎপিপাসায় কাতরদের ঘ লেফাফাদুরস্তদের

২০. পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না– এখানে পায়ের কাঁটার বিশেষত্ব কী? [কু. বো. '১৬]
ক শিক্ষা লাভের সাধনা খ মনুষ্যত্বের সাধনা
গ প্রভূত সম্পদের সাধনা ঘ অন্নবস্ত্রের চিন্তা

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১	খ	২	খ	৩	গ	৪	ক	৫	গ	৬	গ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	খ
১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

২১. হাঁটার আনন্দকে লেখক কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? [চ. বো. '১৬]
ক বাক্‌স্বাধীনতার খ মুক্তির
গ মনুষ্যত্বের ঘ শিক্ষার

২২. অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি কারা? [সি. বো. '১৬]
ক ধনী ও দরিদ্র খ কুলি ও মজুর
গ শিক্ষক ও ছাত্র ঘ চাষি ও ব্যবসায়ী

২৩. মানুষ উড়বার আশায় কিসের মতো পাখা ঝাপটাবে? [দি. বো. '১৬]
ক খাঁচায় বন্দি পাখির খ মুমূর্ষু পাখির
গ ঝড়াহত পাখির ঘ শরবিদ্ধ পাখির

২৪. শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক প্রকৃতপক্ষে কী শিক্ষা দেয়? [সকল বোর্ড '১০]
ক ক্ষুৎপিপাসার চেতনা খ কর্তৃত্ব লাভের স্পৃহা
গ মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘ আর্থিক প্রতিষ্ঠার আগ্রহ

২৫. 'বিত্ত হতে চিত্ত বড়'– এ বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোন উক্তির? [য. বো. '১৫]
ক ধনের সৃষ্টি জ্ঞানসাপেক্ষ
খ অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়
গ অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়
ঘ মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না

২৬. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে আমরা কোনটিকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনযোগী? [চ. বো. '১৫]
ক আত্মমর্যাদা খ জীবসত্তা
গ মানবসত্তা ঘ লেফাফাদুরস্তি

২৭. শিক্ষার মাধ্যমে কিসের বিকাশ ঘটে? [রা. বো. '১৫]
ক বুদ্ধির খ জ্ঞানের
গ অন্নচিন্তার ঘ মনুষ্যত্বের

২৮. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে নিচ থেকে ঠেলা বলতে বোঝায়– [রা. বো. '১৭; চ. '১৫; সকল বোর্ড '১১]
i. সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করা
ii. শিক্ষা-দীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া
iii. মূল্যবোধ সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

২৯. বন বিভাগের জনৈক কর্মকর্তা রাতের আঁধারে বনের গাছ কেটে বিক্রি করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। – 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' রচনার আলোকে বলা যায় উদ্দীপকের কর্মকর্তা– [চ. বো. '১৭]
i. অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি
ii. শিক্ষার সুফল হতে বঞ্চিত
iii. মনুষ্যত্বের স্বাদ লাভে ব্যর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. 'বই পড়া' ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ দু'টির ঐক্য রয়েছে নিম্নোক্ত বিবেচনায়– [সি. বো. '১৫]
i. জ্ঞানচর্চায়
ii. সাহিত্যচর্চায়
iii. আত্মার মুক্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. 'চাই, চাই, আরো চাই'– এই চাওয়ার কারণ– [দি. বো. '১৫]
i. অর্থচিন্তা দূর করা
ii. অন্নচিন্তা দূর করা
iii. জীবসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব রবিউল একজন ব্যবসায়ী। তিনি অনেক টাকার মালিক হওয়ার পরও তাঁর একমাত্র ছেলেকে ব্যবসার কাজে সম্পৃক্ত করেন। তিনি মনে করেন টাকা-পয়সা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। [সি. বো. '২০]

৩২. উদ্দীপকটিতে তোমার পঠিত কোন রচনার সাদৃশ্য দেখা যায়?
ক শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব খ নিমগাছ
গ পয়লা বৈশাখ ঘ প্রবাস বন্ধু

৩৩. উক্ত উদ্দীপকের আলোকে নিচের যে বক্তব্যটি প্রযোজ্য তা হলো–
ক অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়
খ অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি
গ কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু
ঘ শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ব্যবসায়ী সামাদ সাহেবের ছেলে রিক প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে চায়। কিন্তু তার পিতা চান ছেলে কোনোমতে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করে অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁর ব্যবসা দেখাশুনা করতে। [ঢা. বো. '১৯; ঢা. বো. '১৫]

৩৪. উদ্দীপকের রিকের মানসিকতার সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো–
ক অন্নচিন্তা থেকে মুক্তি পেতে চায়
খ মানবসত্তার ঘরে উন্নীত হতে চায়
গ বাইরের জগৎকে জানতে চায়
ঘ জীবন সম্পর্কে সচেতন হতে চায়

৩৫. উদ্দীপকের সামাদ সাহেবকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়–
i. তিনি অর্থ সাধনাকে জীবন সাধনা মনে করেন
ii. তাঁর জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক অনুপস্থিত
iii. তিনি ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে দুঃখ করেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
"বরিশালের বিখ্যাত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর। তিনি পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি এমন কিছু সাহিত্যকর্ম রেখে গেছেন যা দর্শনশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতরাও পারেননি।" [চ. বো. '১৯]

৩৬. উদ্দীপকের ভাবটি তোমার পঠিত কোন প্রবন্ধে পাওয়া যায়?
ক বই পড়া খ সাহিত্যের রূপ ও রীতি
গ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ পল্লিসাহিত্য

৩৭. উদ্দীপকের ভাবটি নিচের কোন উক্তির জন্য প্রযোজ্য?
ক পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়
খ সুশিক্ষিত লোকমাত্র স্বশিক্ষিত
গ শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিকটাই বেশি মূল্যবান
ঘ আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাই মুক্তি

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজিম সাহেব সরকারি চাকরি করেন। বেতনের টাকায় সংসার চলে না। তাই অনৈতিকভাবে অতিরিক্ত টাকা আয় করেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর অন্যরকম স্বপ্ন ছিল। [ব. বো. '১৬]

৩৮. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রভাবে উদ্দীপকের আজিম সাহেব অনৈতিক কাজ করেছেন?
ক মনুষ্যত্ববোধ খ মানবিকতা
গ ক্ষুৎপিপাসা ঘ মূল্যবোধ

৩৯. উদ্দীপকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি অনুপস্থিত?
i. মুক্তির স্বাদ ii. মূল্যবোধ
iii. অর্থচিন্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
হরিপদ সওদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি। সামান্য বেতনে তার সংসার চলে না। অফিসে উপরি উপার্জনের সুযোগ থাকলেও সে তা করে না। বরং অফিস শেষে দুটো টিউশনি করে বাড়তি উপার্জন করে কোনোরকমে চলে। [কু. বো. '১৭]

৪০. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে 'হরিপদ' হচ্ছেন–
ক জীবনে সোনাফলা মানুষ খ আলো-হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ
গ ক্ষুৎপিপাসার কাতর মানুষ ঘ অর্থচিন্তা নিগড়ে বন্দি মানুষ

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	ক

www.abswer.com

www.abswer.com

৪১. হরিপদের সংসার নির্বাহের চিন্তাকে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে–
i. পথের কাঁটা
ii. উপর থেকে টানা
iii. বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। [ব. বো. '১৭]

৪২. উদ্দীপকটি কোন রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক বই পড়া খ নিরীহ বাঙালি
গ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন ঘ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

৪৩. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ হচ্ছে–
ক সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত
খ কৃষি বিভাগে কার্য করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর সহজ
গ তাই এ দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না
ঘ চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৪. মনুষ্যত্বের স্বাদ পেতে হলে কোনটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন? [রাজশাহী ক্যান্টেট কলেজ]
ক অন্নচিন্তা থেকে মুক্তি খ মানবসত্তার উন্নয়ন
গ দেশের উন্নয়ন করা ঘ বিত্তের মোহ মুক্তি

৪৫. "পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না'– উদ্ধৃত লাইনটি তোমার পঠিত কোন রচনায় পাওয়া যায়? [ফৌজদারহাট ক্যান্টেট কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন খ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব
গ প্রবাস বন্ধু ঘ বই পড়া

৪৬. মোতাহের হোসেনের প্রবন্ধে কার প্রভাব লক্ষণীয়? [যাচাইকৃত উত্তর: মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক প্রমথ চৌধুরীর খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ কাজী নজরুল ইসলামের ঘ বেগম রোকেয়ার

৪৭. মানবসত্তাকে মনুষ্যত্ব বলা গেলে জীবত্তার পরিপূরক কোনটি? [মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; কুমিল্লা মডার্ণ হাই স্কুল; লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জীবাত্মা খ পরমাত্মা গ প্রাণীত্ব ঘ মানবাত্মা

৪৮. মূল্যবোধের উপায় হিসেবে কোনটি আসে? [ধানমন্ডি গভ. গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]
ক সামাজিকতা খ জ্ঞান পরিবেশন
গ ক্ষুৎপিপাসা ঘ অর্থ পরিবেশন

৪৯. আরিফ সাহেব একটি দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন। এই দোতলা বাড়ির সঙ্গে 'শিক্ষা ও মনুষত্ব' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি সংগতিপূর্ণ? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ক মানুষের জীবন খ মানবসত্তা
গ শিক্ষা ঘ জীবসত্তা

৫০. মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে কীভাবে? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]
ক শিক্ষা অর্জন করে খ অধিক উপার্জন করে
গ মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে ঘ চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে

৫১. শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক হিসেবে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক প্রয়োজনের দিক খ অপ্রয়োজনের দিক
গ হালকা দিক ঘ সর্বদিক

৫২. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে 'কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষ' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই মানুষদের যারা– [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অন্নবস্ত্রের সংস্থান সম্পন্ন কিন্তু চেতনার মুক্তিহীন
খ চেতনার মুক্তি এবং অন্নবস্ত্রের সংস্থান সম্পন্ন
গ চেতনার মুক্তি সম্পন্ন এবং অন্নবস্ত্রহীন
ঘ অন্নবস্ত্রহীন এবং চেতনার মুক্তিহীন

৫৩. শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। কারণ শিক্ষা হলো – [আওয়ার লেডী অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]
ক চর্চার বিষয় খ অর্জনের বিষয়
গ অধ্যয়নের বিষয় ঘ অনুশীলনের বিষয়

৫৪. অন্নবস্ত্রের অভাবে কোন সাধনা ব্যর্থ হতে পারে? [ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জীবনের খ মনুষ্যত্বের
গ বড়লোক হওয়ার ঘ পরমাত্মালাভের

৫৫. লেখকের মতে, মানুষের মনের দাবি পূরণ করতে হলে কী করতে হবে? [হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আত্মার দাবি পূরণ করতে হবে
খ সাহিত্যের বই কিনতে হবে
গ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে
ঘ স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করতে হবে

৫৬. যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না সেখানে কী নেই? [বরিশাল জিলা, স্কুল]
ক শিক্ষা খ মনুষ্যত্ব
গ জীবসত্তা ঘ মুক্তি

৫৭. কোন বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের নামকরণ মনুষ্যত্ব রাখা যায়? [কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মূলবক্তব্য খ উপমা
গ অপূর্ব দৃশ্যকল্প ঘ শব্দের বিন্যাস

৫৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে চিন্তা, বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে কিসের ব্যাঘাত ঘটে? [লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মুক্তির খ সুখের গ মনুষ্যত্বের ঘ মূল্যবোধের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৯. মুক্তির জন্যে প্রয়োজন– [মির্জাপুর ক্যান্টেট কলেজ, টাঙ্গাইল]
i. চিন্তার স্বাধীনতা
ii. বুদ্ধির স্বাধীনতা
iii. আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. আত্মার অমৃতকে উপলব্ধি করা যায় না– [সিলেট ক্যান্টেট কলেজ]
i. ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তি ছাড়া
ii. অন্নবস্ত্রের চাহিদা পূরণ ছাড়া
iii. মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. যেখানে মুক্তি নেই, সেখানে নেই– [শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা]
i. চিন্তার স্বাধীনতা
ii. অভিপ্রায় ব্যক্তের স্বাধীনতা
iii. বিদ্যার্জনের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন– [আহ্ছানিয়া আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]
i. অন্নবস্ত্রের সংস্থান
ii. মুক্তমনের সঙ্গী
iii. মনুষ্যত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	গ	৫১	খ
৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	ক	৫৬	ক	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	ঘ	৬১	ক	৬২	খ

www.abswer.com

www.abswer.com

৬৩. মুক্তি নেই কোন ধরনের স্বাধীনতার ব্যাঘাত করলে? [ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. চিন্তার
ii. বুদ্ধির
iii. আত্মপ্রকাশের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৬৪. মানব জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন— [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

i. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের সাধনা
ii. অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি
iii. মনুষ্যত্বের বিকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৫ ও ৬৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাহাতাব ছিল খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই সে চাকরিতে যোগদান করেই দুর্নীতি শুরু করে। কিন্তু একসময় ধরা পড়লে তার চাকরি চলে যায়। [কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ]

৬৫. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুসারে মাহাতাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার কারণ—

ক মানবসত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া খ জীবসত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া
গ বিত্তশালী পরিবেশের জন্য ঘ অভাব-অনটনের জন্য

৬৬. প্রবন্ধ অনুসারে মাহাতাবের পরিণতি—

i. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
ii. ভালো কাজের পুরস্কার
iii. যেমন কর্ম তেমন ফল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রুবেল সাহেব সামান্য বেতনভুক্ত চাকরিজীবী। বেতনের নির্দিষ্ট টাকায় তাঁর সংসারের ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় তিনি অসৎ পথে পা বাড়ান। বিবেক বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েন খারাপ কাজে। পরবর্তীতে তিনি ধরা পড়ে চাকরিচ্যুত হন। [এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা]

৬৭. রুবেল সাহেবের এমন পরিণতির কারণ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে কোনটি?

ক অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন খ মূল্যবোধের পতন
গ বিলাসী জীবনযাপন ঘ দুর্নীতির সাথে জড়িত

৬৮. উল্লিখিত প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের মধ্যে ভাবগত ঐক্য প্রকাশ করে যেসব উক্তি—

i. অন্ন-বস্ত্রের সমাধানই মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায়
ii. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
iii. অর্থচিন্তা মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে দেয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঘুষকে বুনো মোষের মতো তাড়া করে সততার সঙ্গে কাজ করে যান ইবরাহীম। তিনি মনে করেন, অর্থ নয়, নৈতিকতাই হলো মানুষের পরম সম্পদ। [সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

৬৯. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের ইবরাহীমের মাঝে প্রাধান্য পেয়েছে—

i. আত্মার অমৃত
ii. মূল্যবোধের চূড়ান্ত পরিণতি
iii. অর্থবিমুখতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭০. ইবরাহীমের এরূপ মানসিকতার কারণ কী?

ক শিক্ষা তাঁর জীবনে সোনা ফলিয়েছে
খ শিক্ষা তাঁকে জ্ঞানী করেছে
গ শিক্ষা তাঁকে অর্থবিমুখ করেছে
ঘ তিনি অর্থকে অর্থহীন মনে করেন

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

লেখক পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮৭

৭১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯০৩ খ্রি. খ ১৯১৩ খ্রি. গ ১৯০২ খ্রি. ঘ ১৮৯৩ খ্রি.

৭২. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস কোথায়? (জ্ঞান)
ক মাদারীপুর জেলায় খ শরীয়তপুর জেলায়
গ দিনাজপুর জেলায় ঘ নোয়াখালী জেলায়

৭৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন? (জ্ঞান)
ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৭৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন বিষয়ে এম.এ. পাস করেন? (জ্ঞান)
ক বাংলা খ ইংরেজি গ দর্শন ঘ ইতিহাস

৭৫. কর্মজীবনে মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন— (জ্ঞান)
ক ম্যাজিস্ট্রেট খ অধ্যাপক গ আইনজীবী ঘ সাংবাদিক

৭৬. 'শিখা' পত্রিকা প্রকাশ হতো— (জ্ঞান)
ক ঢাকা থেকে খ কলকাতা থেকে
গ কুমিল্লা থেকে ঘ নদীয়া থেকে

৭৭. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৫৪ খ ১৯৫৬ গ ১৯৫৮ ঘ ১৯৬০

৭৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মৃত্যু তারিখ হলো—
ক ১৫ সেপ্টেম্বর খ ১৮ সেপ্টেম্বর
গ ২০ সেপ্টেম্বর ঘ ২২ সেপ্টেম্বর

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮৭

৭৯. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনকে তুলনা করেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে? (অনুধাবন)
ক একটি দোতলা ঘর খ একটি লম্বা সড়ক
গ একটি জ্বলন্ত প্রদীপ ঘ একটি বৃক্ষ

৮০. 'সুমনদের বাড়িটি দোতলা'— এখানে দোতলার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— (অনুধাবন)
ক মানবসত্তার খ জীবসত্তার
গ প্রাণসত্তার ঘ সেবাপরায়ণতার

৮১. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানবসত্তাকে লেখক ঘরের কোন তলা বলেছেন? (অনুধাবন)
ক উপরের তলা খ নিচের তলা
গ মাঝের তলা ঘ উড়য় তলা

৮২. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার উপায় কী? (অনুধাবন)
অথবা, কোনটি আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে?
ক শিক্ষা খ অর্থ গ মনুষ্যত্ব ঘ বুদ্ধি

৮৩. শিক্ষাদীক্ষা মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যেতে পারে? (অনুধাবন)
ক মনুষ্যত্ববোধের দিকে খ অজানার দিকে
গ বিনয়ের দিকে ঘ মন্দলোকের দিকে

৮৪. মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কার কাজ? (অনুধাবন)
ক ব্যবসায়ের খ চাকরির
গ শিক্ষার ঘ শিক্ষা কর্মকর্তার

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৬৩	ঘ	৬৪	গ	৬৫	খ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	গ	৬৯	ঘ	৭০	ক	৭১	ক	৭২	ঘ	৭৩	গ
৭৪	ক	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	ক	৮০	ক	৮১	ক	৮২	ক	৮৩	ক	৮৪	গ

www.abswer.com

www.abswer.com

৮৫. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার দিক ফুটিয়ে তুলেছেন নিচের কোন বিষয়টির মাধ্যমে? (অনুধাবন)
ক সর্বদিক খ প্রয়োজনের ও অপ্রয়োজনের দিক
গ অভিজ্ঞতার দিক ঘ উপলব্ধির দিক

৮৬. প্রয়োজনের দিক ব্যতীত শিক্ষার অপর দিকটির নাম কী? (অনুধাবন)
ক বিশেষ দিক খ অপ্রয়োজনের দিক
গ হালকা দিক ঘ ভারী দিক

৮৭. শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক হিসেবে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য? (অনুধাবন)
ক প্রয়োজনের দিক খ অপ্রয়োজনের দিক
গ সর্বদিক ঘ হালকা দিক

৮৮. শিক্ষা আমাদের কী শেখায়? (অনুধাবন)
ক জীবনকে নিঃশেষ করতে খ জীবনকে উপভোগ করতে
গ কঠোর হতে ঘ নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে

৮৯. মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে না, যদি না – (অনুধাবন)
ক মানুষ অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পায় খ মানুষ সুশিক্ষিত হয়
গ মানুষ স্বাধীন হয় ঘ মানুষ ইতিহাস সচেতন হয়

৯০. আমাদের সমাজে দেখা যায়– শিক্ষা অর্জন করেও আমরা এর সুফল পাচ্ছি না। এর প্রকৃত কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আমরা বন্দিজীবন ভালোবাসি
খ দীর্ঘদিন আমরা পরাধীন ছিলাম
গ পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে আমাদের ধিক্কার দেয়
ঘ আমরা মনে করি– শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন

৯১. বাইরের আলো-হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ অন্ন-বস্ত্র পেলেও কারাগারকে কী মনে করে? (অনুধাবন)
ক স্বর্গলোক খ আশ্রমাগার গ কারাগার ঘ বিশ্রামাগার

৯২. মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অর্থ উপার্জন খ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ
গ মুক্তির বোধ ঘ শিক্ষা সম্পূর্ণ করা

৯৩. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি কিসের পরিচায়ক? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মূল্যবোধের খ স্বাধীনতার গ মনুষ্যত্বের ঘ জীবন সাধনার

৯৪. চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে কী নেই? (প্রয়োগ)
ক শান্তি নেই খ মুক্তি নেই গ মনুষ্যত্ব নেই ঘ শিক্ষা নেই

৯৫. মুক্তির জন্য মানুষকে কয়টি উপায় অবলম্বন করতে হয়? (জ্ঞান)
ক দুটি উপায় খ তিনটি উপায়
গ চারটি উপায় ঘ পাঁচটি উপায়

৯৬. "তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে।"– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক ডা. লুৎফর রহমানের খ ফকস্-এর
গ রুট-এর ঘ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর

৯৭. আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা দ্বারা জীবনের কোনটি সম্ভব? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অবচেতন খ চেতন
গ অবনয়ন ঘ উন্নয়ন

৯৮. কিসের ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক জ্ঞানার্জনের ফলে খ বিপদগ্রস্ত হওয়ার ফলে
গ শিক্ষাদীক্ষার ফলে ঘ লোভ করার ফলে

৯৯. আত্মার পতন হয় কিসে? (অনুধাবন)
ক আলস্য ও অসাধুতায় খ অমনোযোগ ও কুঁড়েমিতে
গ দৃষ্টিহীনতা ও অমনোযোগে ঘ উদ্দীপনা ও প্রত্যয়হীনতায়

১০০. ক্ষুৎপিপাসাকে মানবিক গুণে গুণান্বিত করে– (অনুধাবন)
ক অর্থবিত্ত খ মনুষ্যত্ব গ শিক্ষা ঘ খ্যাতি

১০১. 'দোতলা বাড়ির নিচতলায় বসবাস করে রহিম।' এখানে রহিমের বসবাসের স্থানটির সঙ্গে তুলনীয়– (অনুধাবন)
ক জীবসত্তার খ মানবসত্তার গ পরমাত্মার ঘ ইহজগতের

১০২. জীবসত্তার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য– (অনুধাবন)
ক শিক্ষা খ জ্ঞান গ মুক্তি ঘ অন্নবস্ত্র

১০৩. লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে– (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সে ফতুর খ সে অশিক্ষিত
গ সে চতুর ঘ সে শিক্ষিত

১০৪. যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না সেখানে কী নেই? (অনুধাবন)
ক বিচার নেই খ শিক্ষা নেই গ সংস্কৃতি নেই ঘ সভ্যতা নেই

১০৫. পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে কী করা যায় না? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সামনের দিকে মনোযোগী হওয়া খ ডানে ও বামে তাকানো
গ হাঁটার আনন্দ উপভোগ ঘ সামনের দিকে পথ হাঁটা

১০৬. 'অর্থবিত্তের চেয়েও বড় হলো মুক্তি'– তোমার পঠিত কোন রচনার ভাবের সঙ্গে উক্তিটির সংগতি রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব খ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন
গ নিরীহ বাঙালি ঘ মানুষ মুহম্মদ (স.)

১০৭. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল বিষয় হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
ক শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা
খ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা
গ শিক্ষিতের মাত্রা বাড়ানো সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর আলোচনা
ঘ সর্বস্তরের মানুষকে বোধসম্পন্ন করার পরামর্শ

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮৯

১০৮. 'নিগড়' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক তিমির খ নির্মাণ গ নীচ ঘ শিকল

১০৯. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে? (অনুধাবন)
ক ক্ষুৎপিপাসা খ নিগড়
গ লেফাফাদুরস্তি ঘ আত্মিক দুর্গতি

১১০. মানবসত্তা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক মানুষের মন খ মানুষের আত্মা
গ মানুষের বুদ্ধি ঘ মনুষ্যত্ব

১১১. "আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয়।"– এ বক্তব্যটি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি খ অন্নচিন্তার নিগড়ে মানুষ বন্দি
গ জীবসত্তার নিগড়ে মানুষ বন্দি ঘ মানবসত্তার নিগড়ে মানুষ বন্দি

পাঠ পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮৯

১১২. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটির লেখক কে? (জ্ঞান)
ক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান খ মোতাহের হোসেন চৌধুরী
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ সৈয়দ মুজতবা আলী

১১৩. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)
ক সভ্যতা খ কালান্তর
গ সংস্কৃতি কথা ঘ সভ্যতার সংকট

১১৪. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের নামকরণ কোন যুক্তিতে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' এর পরিবর্তে 'মনুষ্যত্ব' রাখা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক উপদেশ খ মূল বক্তব্য
গ স্বাধীনতা ঘ জ্ঞানের বিকাশ

১১৫. জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের কী চাই? (অনুধাবন)
ক শিক্ষা খ সংস্কৃতি চর্চা
গ অন্নবস্ত্র ঘ জীবন সাধনা

১১৬. শিক্ষার আসল/মূল কাজ কী? (অনুধাবন)
ক জ্ঞান পরিবেশন খ মূল্যবোধ সৃষ্টি
গ সংস্কৃতি চর্চা ঘ বিদ্যানুরাগ সৃষ্টি

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৮৫	খ	৮৬	খ	৮৭	খ	৮৮	খ	৮৯	ক	৯০	ঘ	৯১	গ	৯২	গ	৯৩	গ	৯৪	খ	৯৫	ক	৯৬	ঘ	৯৭	ঘ	৯৮	গ	৯৯	ক	১০০	গ
১০১	ক	১০২	ঘ	১০৩	ক	১০৪	খ	১০৫	গ	১০৬	ক	১০৭	ক	১০৮	ঘ	১০৯	ক	১১০	ঘ	১১১	ক	১১২	খ	১১৩	গ	১১৪	খ	১১৫	গ	১১৬	খ

www.abswer.com

www.abswer.com

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৭. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মূল বক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন যেভাবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জীবসত্তার বিশ্লেষণ
ii. প্রবন্ধের আঙ্গিক গঠন
iii. মানবসত্তার বিশ্লেষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

১১৮. শিক্ষা মানবজীবনে তখনই সোনা ফলাবে, যখন মানুষ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পাবে
ii. জীবন সাধনায় ব্রত হবে
iii. ক্ষুৎপিপাসায় মত্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অন্নবস্ত্রের চিন্তাহীনতা
ii. মুক্তমনের সঙ্গী
iii. মনুষ্যত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২০. কারাগারকে তারাই স্বর্গতুল্য মনে করে, যারা– (প্রয়োগ)
i. মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত
ii. অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি
iii. ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মনে গিয়ে পৌঁছবে না, যদি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পায়
ii. অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি ভাঙতে না পারে
iii. সৎ সঙ্গের সাথে সম্পর্ক না ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. লোভের ফলে যে মানুষের– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দৈহিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে
ii. আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে
iii. আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে জীবন পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

১২৩. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার সই হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. শিক্ষা ii. টাকাপয়সা
iii. ধনসম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

১২৪. মানবসত্তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শিক্ষার ii. মুক্তির
iii. মনুষ্যত্বের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফরহাদ লেখাপড়া শেষ করেছে। অন্যের উপকার করতে তার ভালো লাগে। কিন্তু সামর্থ্য নেই। তাই সে একটি চাকরিতে যোগদান করে। কারণ সে জানে অন্যের উপকার করতে চাইলে আগে নিজের চাহিদা মেটাতে হবে।

১২৫. উদ্দীপকের বক্তব্যের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন রচনার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বই পড়া খ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন
গ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ মানুষ মুহম্মদ (স).

১২৬. সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন বাক্যে প্রতিফলিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না
খ মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে
গ আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই
ঘ সত্যের নিবিড় সাধনায় তাহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মতিন সাহেব একজন সরকারি কর্মচারী। তিনি চাকরি করেন সচিবালয়ে। বেতন তার অল্প কিন্তু অর্থবিত্তের অভাব নেই। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ হলেও উৎকোচ নিতে তার কোনো দ্বিধা হয় না। শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপ্রয়োজনের দিকটি তার মধ্যে শিকড় বসাতে পারেনি।

১২৭. মতিন সাহেবের জীবনে শিক্ষার সুফল এসেছে কীভাবে? (অনুধাবন)
ক ব্যক্তিগতভাবে খ সমষ্টিগতভাবে
গ অন্নচিন্তার দিক থেকে ঘ সুফলহীন

১২৮. মতিন সাহেব উচ্চশিক্ষিত হয়েও অর্থসাধনাকেই জীবনসাধনা মনে করেছেন, 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুসারে– (অনুধাবন)
i. ভুল শিক্ষার জন্য
ii. বিশৃঙ্খল জীবসত্তার জন্য
iii. ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

১১৭	গ	১১৮	ক	১১৯	খ	১২০	গ	১২১	ক	১২২	খ	১২৩	ক	১২৪	ঘ	১২৫	গ	১২৬	খ	১২৭	ক	১২৮	গ

PART 04 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশে সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত গুরুত্বসূচক চিহ্ন সংবলিত প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অধ্যায়ের যেকোনো লাইন হতে আসতে পারে বিধায় প্রশ্নসংখ্যা উল্লেখ করে সাজেশন্স প্রদান করলে তা কমনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এজন্য বহুনির্বাচনি অংশে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে PART 03 এর প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং PART 05 এ পরীক্ষা দিবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7☆ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5☆ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3☆ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৮, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯	৫, ৬, ৭, ১২, ১৫	১, ২, ৩, ৪, ১৩
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৮, ৯, ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩	১, ২, ৩, ৭, ১০, ১২, ২০	৪, ৫, ৬, ২২
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭	৪, ৫, ৯	৬, ৭, ৮
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 03 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		

www.abswer.com